বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭ – ২০১৮

তথ্য মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

- যে কোন বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপস-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

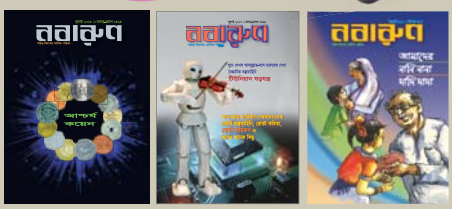

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-
সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com. নবারুণ : nbdfp@yahoo.com, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ – ২০১৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ -ফাইল ছবি

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০০৯ সাল থেকে বিগত প্রায় দশ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক, সামাজিক নিরাপত্তা, বিনিয়োগ বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষাসহ মোট দশটি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে তৃণমূল জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও লাগসই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে। এই দশটি বিশেষ উদ্যোগ ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' বা ব্রান্ডিং নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি তথ্য মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' বা ব্রান্ডিংসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (MDGs) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন সংকলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮' গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) বইটি সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছে। আশাকরি, 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮' বইটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের এ অর্থবছরের কার্যাবলির একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। বইটি পাঠক ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের উপকারে আসলে আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

সূচিপত্র

তথ্য মন্ত্রণালয়	০৩
তথ্য অধিদফতর	১০
বাংলাদেশ টেলিভিশন	১৫
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	২২
তথ্য কমিশন	৩৩
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	৩৮
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	৪৩
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	৪৯
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট	৫২
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	৫৫
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	৬০
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	৬৩
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	৬৫
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	৬৭
বাংলাদেশ বেতার	৬৯

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী

রফিকুল ইসলাম
স্টাফ রাইটার

মো. জামাল উদ্দিন
সাব এডিটর

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

মো. ফরিদ হোসেন
লে-আউট এক্সপার্ট

স্থিরচিত্র

তথ্য অধিদফতর

প্রকাশনা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
প্রকাশকাল : জুন ২০১৮

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা।

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতা-পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের নীতি ও বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য 'তথ্য বিভাগ' নামে একটি দপ্তর গঠন করা হয়। তৎকালীন ১৯টি জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে 'তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে সকল দায়িত্ব অক্ষুণ্ন রেখে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'তথ্য মন্ত্রণালয়' করা হয়।

অর্পিত দায়িত্ব

- রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে ভূমিকা পালন।
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ করতে নানাবিধ প্রচারণা ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নীতি, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।
- গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তদারকি।
- চলচ্চিত্র নির্মাণে অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান।
- জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত চলচ্চিত্র এবং ভিডিও ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংরক্ষণ, ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র অভিনেতা আকবর হোসেন পাঠান ফারুককে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন। –পিআইডি

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ০১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্রসহ স্বল্পদৈর্ঘ্য ক্যাটাগরিতে ০৬টি এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য ক্যাটাগরিতে ৫টি চলচ্চিত্রের অনুকূলে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ০৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের অনুকূলে প্রতিটির জন্য ৬০ লক্ষ টাকা হিসেবে মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ০৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের অনুকূলে প্রতিটির জন্য মোট ১০ লক্ষ টাকা করে মোট ৬০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

(২) মোট ০৫জন ব্যক্তি ও ০১টি পত্রিকা (দৈনিক সংবাদ)-কে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক-২০১৮' প্রদান করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ৫০,০০০ টাকার চেক, একটি ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

(৩) চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি কবিরপুর, কালিয়াকৈর গাজীপুরে স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয় (১ম পর্যায়)।

(৪) খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মোট ০৬টি বিভাগীয় শহরে বিটিভির পূর্ণাঙ্গ স্টেশন নির্মাণের জন্য ১,৩৯১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

(৫) গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার র্কাযক্রম শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫৯ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(৬) বিআইসিসিতে আয়োজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬ প্রদান করেন। ২৫ ক্যাটাগরিতে মোট ৩১ জন শিল্পী ও কলাকুশলীর মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে ১৯ লক্ষ টাকা এবং প্রতিজনকে ১৮ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের ০১টি সোনার মেডেল ও ০১টি সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে জনাব আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক) এবং মিজ ফরিদা আক্তার (ববিতা)-কে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

(৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগকে সামনে রেখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো বিভিন্ন প্রকাশনাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার/প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

(৮) বর্তমানে মোট ৩০টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ২২টি এফএম বেতার চালু রয়েছে। ২৮টি বেসরকারি এফএম বেতার কেন্দ্রের মধ্যে ২৬টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।

(৯) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ৯৫.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন তথ্য ভবন খুব শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিশ্বমানের ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এটিও উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(১০) বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা ভাতা/অনুদান হিসেবে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(১১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৪৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বিসিএস (তথ্য-বেতার) ক্যাডারভুক্ত বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগের মোট ১৬জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর গ্রেড (চতুর্থ গ্রেড) প্রদান করা হয়। এছাড়া বিসিএস

(তথ্য-বেতার) ক্যাডারভুক্ত অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগে মোট ৪২ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(১২) কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮-এর সংশোধন করে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১৭ গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন-২০১৮ মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন-২০১৮ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংশোধিত খসড়া নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রচার আইন-২০১৮ এবং গণমাধ্যম কর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন-২০১৮ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এর অপেক্ষায় রয়েছে।

(১৩) তথ্য অধিদফতর কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫,২০২টি তথ্যবিবরণী, ৪,৮৪৫টি অনুষ্ঠানের ফটোকাভারেজ, ১০৬টি প্রেস ব্রিফিং, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' এর ব্র্যান্ডিং বিষয়ক এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ৩৩৩টি ফিচার/নিবন্ধ ও ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সাংবাদিকদের জন্য ৩৯৩টি অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ইস্যু এবং ১,৭৫৬টি অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নবায়ন করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ওপর প্রায় ২১,২৩০টি পেপার কাটিং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ৫৫টি দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

(১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং করার উদ্দেশ্যে বিটিভিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতেও প্রচারণা চালানো হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬,৫৭৯ ঘন্টা ৫২ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে শিশুতোষ অনুষ্ঠান, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, প্রমাণ্য অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রতিবন্ধীদের অনুষ্ঠান, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, নিম্নচাপ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম বার্তা প্রেরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম-এর বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিটিভিতে বিভিন্ন স্পট/ফিলার এবং ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়।

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে ফলে জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের স্বচ্ছতা স্পষ্টতর হচ্ছে।

- যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে এবং প্রযুক্তির পরম উৎকর্ষে মানুষের জীবনাচরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। দিন দিন মানুষ টেলিভিশন মিডিয়া হতে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দর্শকের এই প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া উইং খুলেছে। বর্তমানে

প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলি বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া উইং-এর ইউটিউব চ্যানেল btv smw1-এ প্রচার করা হচ্ছে।

- বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, অলিম্পিক গেমস, বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট-এর সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়।

(১৫) বাংলাদেশ বেতার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অলংকৃত ১১টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ৫৩টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ১০টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, অন্যান্য ১৬টি অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স ২০টিসহ মোট ১১০টি অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। এ ছাড়া মহামান্য রাষ্ট্রপতি অলংকৃত ০৭টি জাতীয় সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের কার্যক্রম, শ্রোতা সম্মেলন ০৫টি, ফোন-ইন অনুষ্ঠান ২৪টি, ইনফোটেইনমেন্ট সরাসরি সম্প্রচারসহ মোট ৪৭টি অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রাজস্ব বাজেটে গান, স্পট, জিঙ্গেল, কথিকা, প্রামাণ্য নিয়ে সপ্তাহিক ২০ মিনিট স্থিতির অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রচার ও বিজ্ঞাপন শাখার অর্থায়ন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ০৮টি বিশেষ উন্নয়নমূলক বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান 'সোনালী স্বপ্নের দেশে' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ১৫টি কমিউনিটি রেডিওতে বাংলাদেশ বেতারের পরিকল্পনায় 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ক আলোচনা, জিঙ্গেল ও স্পট প্রচার করেছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৭, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৮, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবর্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮, মুজিব নগর দিবস, ৭ই মার্চের অনুষ্ঠান এবং মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ ইত্যাদি দিবসে মূলউপজীব্যের আলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে মাসব্যাপি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

(১৬) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও পার্বত্য অঞ্চলে ০৪টি উপজেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- চলচ্চিত্র প্রদর্শন ১২,২৮৮টি, ভ্রাম্যমান সংগীতানুষ্ঠান ৩,২৯৮টি, সড়ক প্রচার ১১,৫৮৩টি, পোস্টার/প্রচার পুস্তিকা বিতরণ ২৯,০০,০০০টি, উঠান বৈঠক/ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ ১,২৩৫টি, আলোচনা সভা/মতবিনিময় সভা/সেমিনার/মহিলা সমাবেশ ১,১৫৯টি, শব্দযন্ত্র স্থাপন (পিএ কভারেজ প্রদান) ১৪,৯৩৯টি, প্রেসব্রিফিং/ভিডিও কনফারেন্স ৫,০২৪টি, অনলাইন প্রচার ১,২৩৩টি, শিশু মেলা ১০০টি, এলইডি ম্যাসেজ বোর্ড স্থাপন ০৯টি, এলইডি স্ক্রিন স্থাপন ০১টি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার ২০০টি।

- সরকারের ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পরিবেশ, যৌতুক, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, শিশু ও নারী অধিকার, টিকা ও জন্ম নিবন্ধন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে দেশব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার, উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, প্রেসব্রিফিং বাস্তবায়ন/আয়োজন করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় আনন্দ শোভাযাত্রা, স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ ও জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ দিবস উদযাপনে ঢাকাসহ সারাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এসব প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী উন্নয়ন বার্তা পৌঁছানো সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয়।

(১৭) চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ পালন উপলক্ষে ৮ লক্ষ কপি (বাংলা) ও ৫ হাজার কপি (ইংরেজি) পোস্টার মুদ্রণ করে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের মাধ্যমে সারাদেশে ও বহির্বিশ্বে প্রচার করা হয়। এ বিষয়ে সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা এবং নবারুণ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২৬১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

- জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র- চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, অসমাপ্ত মহাকাব্য, সোনালী দিনগুলো, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-এর ডিভিডি সারাদেশে প্রচারিত হয়।

- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৯-১৫ই আগস্ট ২০১৭ সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র, ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্থিরচিত্র Digital Display Board স্থাপনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন শেষে দর্শকদের মতামত নেয়া হয় এবং অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হয়। ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে-বিদেশে মোট ১৪টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বছর কোলকাতা বই মেলা, জেদ্দা বইমেলা এবং কোলকাতা উপ-হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করা হয়। এছাড়া ১৭ই মার্চ ২০১৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে টুঙ্গীপাড়ায় বইমেলা এবং যেমন: বরিশাল, রাজশাহী ও খুলনাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এবং জেলা শহর টাঙ্গাইল ও নীলফামারীতে বইমেলায় ডিএফপির বুকস্টল দেওয়া হয়।

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে ঢাকা সিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৬০টি পিভিসি ক্যানভাসে বিল বোর্ড, ব্যানার টানিয়ে প্রচার করা হয়।

- মাসিক নবারুণ ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি, মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ ১২ সংখ্যায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ১২ হাজার কপি, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ৩৫ লক্ষ কপি পোস্টার, শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ ও হিউম্যান বাংলাদেশ (জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের ত্রাণদান বিষয়ক) সহ ১৫ হাজার কপি অন্যান্য পুস্তিকা মুদ্রণ করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে ১৩টি প্রামাণ্যচিত্র, ৪টি ডকুড্রামা, ৩৬টি টিভি ফিলার, ২৪টি সংবাদচিত্র ও ১৫টি বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ করা হয়।

(১৮) জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট (NIMC) কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১) Impact of Wide Publicity in mass-media in creating awareness and motivating the poor parents against child labour এবং ২) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রায়োগিক

পাঠ্যধারার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের চাহিদা নিরূপণ শীর্ষক ২টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

- জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট কর্তৃক ২৪টি প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৮২জন পুরুষ ও ১২৮জন মহিলাসহ মোট ৫১০জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ১৪টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩২০জন পুরুষ ও ৬৯জন মহিলাসহ মোট ৩৮৯জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৩১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৫৪২জন পুরুষ ও ২৯৬জন মহিলাসহ মোট ৮৩৮জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১৯) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো অনাড়ম্বরভাবে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রথমবার বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের হাতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০১৭ তুলে দেন।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রেস কাউন্সিলের ৯টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে বিভিন্ন কমিটিসমূহের মধ্যে জুডিশিয়াল কমিটির ১৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৯ টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস আপিলেট বোর্ডের ৮টি সভায় ৫টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ০৯টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪৫০জন ও মতবিনিময় সভায় ২৭২জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

(২০) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৪২টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার এবং ৫টি বিজ্ঞাপনচিত্র সেন্সর করা হয়। এর মধ্যে ৬৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৪২টি বাংলা ট্রেলার এবং ৫টি বিজ্ঞাপনচিত্রের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়। এ ছাড়া ৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। বাতিলকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্রের রিভাইজড ভার্সনের সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়।

- বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটি কর্তৃক ৪টি চলচ্চিত্র পরীক্ষা করা হয় এবং আপিল নিষ্পত্তি হয়। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপিল নিষ্পত্তিকৃত চলচ্চিত্রগুলোর অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়। এ ছাড়া এ সময়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ২০৮টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়।

(২১) ফিল্ম ক্লাব (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮০ রহিতপূর্বক 'চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের আলোকে এ বছর ৩টি চলচ্চিত্র সংসদ/ফিল্ম ক্লাব সোসাইটির নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।

(২২) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ১২টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়, ২টি জার্নাল ও ৫টি বই প্রকাশ করা হয়, ৫টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সংগ্রহের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য ২৪৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৪৭টি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র, ১৭টি নেগেটিভ, ২১৯টি বই, ৪৫টি পোস্টার, ২০৬টি

ফটোসেট, ১১৬টি ম্যাগাজিন, ৭৫২টি পেপার কাটিং এবং ৩৩টি অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে মোট ১০১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, ৬০৬টি ছায়াছবি চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়।

(২৩) বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয়োজিত ৯৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩,২০৮জন অংশ গ্রহণ করেন।

- বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো গ্রাফিক ডিজাইনের ইতিবৃত্ত, এসডিজি ও উন্নয়নমূলক ফিচার সংকলন, শিশু ও নারী বিষয়ক ফিচার সংকলন (২০১৭-১৮), ডিজিটাল বাংলাদেশ: গণমাধ্যম সহায়িকা (পুনর্মুদ্রণ), বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম (পুনর্মুদ্রণ), সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু (১ম খণ্ড) পঞ্চাশের দশক (পুনর্মুদ্রণ), সাব এডিটিং (পুনর্মুদ্রণ) এবং ক্রাইম রিপোর্টিং (পুনর্মুদ্রণ)।

প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার ৭ই জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে নবনিযুক্ত তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এসময় উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

(২৪) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংবাদসহ সকল ধরনের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাসস থেকে ১,২৮,২৭২টি প্রতিবেদন বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিকট সরবরাহ করা হয়।

(২৫) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৮৫টি ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষক এবং প্রথিতযশা চলচ্চিত্র পরিচালক ও কলাকুশলী বিনিময়ের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক-এর মেয়াদ পুনরায় ০২ বছরের জন্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত পাঠদান কার্যক্রমে 'বাংলাদেশ ও উন্নয়ন উদ্যোগ'-শীর্ষক মডিউলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ■

তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)

তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম প্রচার এবং প্রচার সমন্বয়কারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আঞ্চলিক তথ্য অফিস ঢাকা, স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিদফতর হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ (Research and Reference) উইংকে তথ্য অধিদফতরের সাথে একীভূত করা হয়। এছাড়া সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচার সেলকেও ফিচার শাখা নামে তথ্য অধিদফতরের সঙ্গে একীভূত করা হয়। জাতীয় প্রেক্ষাপট ও সময়ের প্রয়োজনে তথ্য অধিদফতরের বর্তমান অবকাঠামো গড়ে উঠেছে।

তথ্য অধিদফতরের তিনটি আঞ্চলিক তথ্য অফিস রয়েছে। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে এ তিনটি আঞ্চলিক তথ্য অফিস তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্য অধিদফতরের সদর দফতর বাংলাদেশ সচিবালয়ে ক্লিনিক ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় অবস্থিত। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক তথ্য অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

❖ **কার্যাবলি (Functions)**

- **প্রধান কার্যাবলি**

➢ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে তথ্য অধিদফতরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বাস্তবায়ন
➢ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন
➢ ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের নির্দেশনাবলি প্রতিপালন
➢ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন।

- **দৈনন্দিন কার্যাবলি**

➢ হ্যান্ডআউট/প্রেসরিলিজ, নিউজব্রিফ, প্রেসট্রেন্ড তৈরি ও বিতরণ
➢ ভিভিআইপিদের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফটো কভারেজ দেওয়া
➢ দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও নবায়ন
➢ সংসদ অধিবেশন চলাকালীন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার নিউজ কভারেজ/সংবাদ ধারণের জন্য সাংবাদিকদের মিডিয়া পাস ইস্যু করা
➢ ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের জন্য প্রেস ক্লিপিংস তৈরি ও বিতরণ
➢ প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস ব্রিফিং-এর আয়োজন
➢ জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক ফিচার, নিবন্ধ ও ইলাস্ট্রেশনযুক্ত স্লোগান পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা
➢ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা
➢ ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করে প্রকাশ করা
➢ প্রেসট্রেন্ড, নিউজব্রিফ, হ্যান্ডআউট, পেপার ক্লিপিংস এবং সংবাদপত্র সংরক্ষণ
➢ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকগণের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা
➢ দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা
➢ মিডিয়া গাইড প্রকাশ
➢ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে মতবিনিময়
➢ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সাংবাদিকদের নিয়ে সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী তথ্য অধিদফতরের প্রধান ৫টি শাখা রয়েছে। এগুলো হলো প্রশাসন শাখা, প্রেস শাখা, প্রটোকল শাখা, ফিচার শাখা এবং মৌলিক তথ্য, ব্যক্তিত্ব ও রেফারেন্স শাখা।

- **প্রশাসন শাখা:** অধিদফতরের সাংগঠনিক বিন্যাস অনুযায়ী প্রশাসন শাখার ২টি উপশাখা রয়েছে। উপশাখা ২টি সংস্থাপন ও সমন্বয়। সংস্থাপন ও সমন্বয় দুটি উপশাখার মাধ্যমে অধিদফতরের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

- **প্রেস শাখা:** মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং দেশি-বিদেশি ভিআইপি, ভিভিআইপি অতিথিদের জন্য সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা এ শাখার প্রধান কাজ। গণমাধ্যমের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করা এ শাখার অন্যতম একটি কাজ। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগে যেসকল তথ্য অফিসার/সিনিয়র তথ্য অফিসার কর্মরত আছেন তাদের তদারক এবং আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করাও প্রেস শাখার কাজ। এ শাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্থান হলো সংবাদ কক্ষ। সংবাদ কক্ষকে বলা হয় পিআইডি'র প্রাণ। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত সকল তথ্য অফিসার/সিনিয়র তথ্য অফিসার তাদের মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় ও প্রচারযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ কক্ষে প্রেরণ করেন। তাদের পাঠানো বিভিন্ন তথ্য নিউজ রুমে কর্তব্যরত অফিসাররা গণমাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে প্রচার সাধারনত উপযোগি হ্যান্ডআউট তৈরি করে দ্রুততার সাথে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রেরণ করেন। সংবাদ কক্ষটি ভোর ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এবং বছরের ৩৬৫ দিনই খোলা থাকে। প্রতিদিন ০৩ (তিন) টি শিফটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আলোকচিত্র শাখা প্রেস শাখার অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এই শাখা থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের ছবি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করা হয়। এখানে একটি অত্যাধুনিক কালার ফটোল্যাব রয়েছে।

- **প্রটোকল শাখা:** দেশি- বিদেশি সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা দেওয়া প্রটোকল শাখার প্রধান কাজ। এছাড়াও সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ শাখা থেকে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু করা হয়। দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ছবি প্রেরণ, বিদেশি ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের সাথে আগত প্রেস টিমকে সহায়তা প্রদান এবং সাংবাদিক সম্মেলন/প্রেস ব্রিফিং-এর আয়োজন এ শাখা থেকে করা হয়ে থাকে। এছাড়া মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কভারেজের ব্যাপারে সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সময় সাংবাদিকদের প্রেস পাস বিতরণও এ শাখার অন্যতম কাজ। এ শাখা থেকে পিআইডি মিডিয়া গাইড প্রকাশ করা হয় এবং তা গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

- **ফিচার শাখা:** সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর উন্নয়নমূলক প্রবন্ধ, ফিচার, কার্টুন ও স্লোগান বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিতরণ এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করা এ শাখার প্রধান কাজ। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ক্রোড়পত্রের বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন সম্মানিত ও প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহপূর্বক ক্রোড়পত্র তৈরি করা এবং পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। একজন চিফ ফিচার রাইটারের তত্ত্বাবধানে এ শাখা পরিচালিত হয়।

- **মৌলিক তথ্য, ব্যক্তিত্ব শাখা:** মৌলিক তথ্য, মিডিয়া সেল এবং লাইব্রেরি-এ তিনটি ইউনিট নিয়ে এ শাখা গঠিত। এ শাখা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং

সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্তান্ত তৈরি, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করে থাকে। এ অধিদফতরে ১৯৭২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে । প্রতিদিনের জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিষয়ভিত্তিক খবরের ওপর ভিত্তি করে যে সকল পেপার ক্লিপিংস তৈরি করা হয় তার কপি, প্রেসনোট, প্রেস ব্রিফিং, হ্যান্ডআউট, ফিচার, ক্রোড়পত্রসহ বিভিন্ন প্রকার সহায়ক বই লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও মিডিয়া সেল এ শাখার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২২শে মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ছবি সম্বলিত একটি ফটো অ্যালবাম তুলে দেন। –পিআইডি

- **রিসার্চ ও রেফারেন্স শাখা:** এই শাখার মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী সচিবসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণকে দৈনিক পত্রিকার ক্লিপিংস সরবরাহ করা হয়। দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রেসট্রেন্ড, বিদেশি সংবাদ মনিটর, সাপ্তাহিক ঘটনাপঞ্জি তৈরি করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সচিবদের সরবরাহ করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন নিউজব্রিফ তৈরি করে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে পাঠানো হয়।
- **ক্লিপিংস শাখা:** প্রতিদিন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং বিষয়ভিত্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ খবরের ওপর ভিত্তি করে পেপার ক্লিপিংস তৈরি করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রতিদিনের পেপার ক্লিপিংস ভোরে পৌঁছে দেওয়া হয়। মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল নীতিনির্ধারকদের কাছে এ পেপার ক্লিপিংস যথাসময়ে পৌঁছানো হয়।

এছাড়াও বিদেশি সংবাদ মনিটর, দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রেসট্রেন্ড, সাপ্তাহিক ঘটনাপঞ্জি তৈরি করে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সচিবদের সরবরাহ করা হয়।

❖ **২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন**

ক্র.ন.	বিবরণ	সংখ্যা
০১.	ইস্যুকৃত ফিচার, নিবন্ধ ও কবিতা	৩৩৩টি
০২.	প্রকাশিত ক্রোড়পত্র	০৭টি
০৩.	সংবাদ সম্মেলন/প্রেস ব্রিফিং	১০৬টি
০৪.	ডিজিটাল ফটো কভারেজ	৪,৮৪৫টি
০৫.	বিতরণকৃত হ্যান্ডআউট	৪,০০০টি
০৬.	বিতরণকৃত প্রেসট্রেন্ড	২৫০টি
০৭.	বিতরণকৃত প্রেস ক্লিপিংস বাণ্ডি	২১,২৩০টি
০৮.	নিষ্পত্তিকৃত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড	৩৯৩টি
০৯.	নবায়নকৃত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড	১,৭৫৬টি

❖ **২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিংয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম**

ক্র. নং.	শিরোনাম	প্রকাশিত ফিচারের সংখ্যা	প্রকাশিত ইলাস্ট্রেশনসহ স্লোগানের সংখ্যা	হ্যান্ডআউটের সংখ্যা	স্পট ভিজিট	মিট দ্য প্রেস
১	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	৩টি	৪টি	০৮		রাজস্ব খাত থেকে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নরসিংদী জেলার সাংবাদিকদের সাথে এবং বিশেষ বরাদ্দের আওতায় খুলনা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাংবাদিকদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' এর বিষয়ে মোট ৫টি মতবিনিময় হয়েছে।
২	আশ্রয়ণ প্রকল্প	৩টি	১টি	০৫	১*	
৩	ডিজিটাল বাংলাদেশ	১২টি	৩টি	৯০		
৪	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	৪টি	১টি	১২৩	--	
৫	নারীর ক্ষমতায়ন	৮টি	১টি	৪২		
৬	ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	২টি	১টি	৪৩	--	
৭	কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য	১৮টি	৪টি	৩৮	২*	
৮	সামাজি নিরাপত্তা কর্মসূচি	১০টি	১টি	২২	--	
৯	বিনিয়োগ বিকাশ	৪টি	১টি	৭৬	--	
১০	পরিবেশ সুরক্ষা	৯টি	৫টি	৪৪	--	
মোট		৭৩টি ফিচার	২২টি	৪৯১	৩টি	৫টি
২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		৮০টি	২২টি	১২০টি	২টি	২টি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ই এপ্রিল ২০১৮ প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ এর সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

❖ জনবল সংক্রান্ত তথ্য

সর্বমোট জনবল	:	৩৭০ জন	মঞ্জুরিকৃত পদ	:	৩৭০টি
প্রথম শ্রেণি	:	৮৭ জন	কর্মরত জনবল	:	২৮০টি
দ্বিতীয় শ্রেণি	:	২৮ জন	শূন্য পদ সংখ্যা	:	৯০টি
তৃতীয় শ্রেণি	:	১৩১ জন			
চতুর্থ শ্রেণি	:	১২৪ জন			

❖ চ্যালেঞ্জসমূহ

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযোগী করা
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের কাছে ইতিবাচকভাবে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে গণমাধ্যমে তথ্য প্রচার ও প্রকাশের জন্য সকল মন্ত্রণালয়ে তথ্য সেল গঠন
- দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইসিটি নির্ভর অবকাঠামো ও প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

❖ উপসংহার

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষ ও দ্রুত প্রসারের ফলে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তি সরকার ও জনগণের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তথ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ ভিশন-২০২১ এর আলোকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে এবং ২০২১-এ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে এ অধিদফতর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে।

SDGs-র কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্বের (১৬.১০) সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য অধিদফতরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এলক্ষ্যে তথ্য অধিদফতরের জনবল কাঠামো আধুনিকায়নের কাজ চলছে, নতুন প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে আঞ্চলিক তথ্য অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, ফটো আর্কাইভিং, ভিজুয়্যাল ক্লিপিংস, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু কার্যক্রম অটোমেশন এবং দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রকল্প প্রণয়নের কাজও এগিয়ে চলছে। এসব প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন শত বছরের পুরনো তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)কে যুগোপযোগী করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ■

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) নিয়মিতভাবে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলার প্রচার করে আসছে। পাশাপাশি বিটিভি দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা, এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজটমুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সবসময় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার: বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, সংবাদ, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৫৭৯ ঘন্টা ৫২ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।

বিশেষ দিবসের অনুষ্ঠান সম্প্রচার: ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১লা মে মহান মে দিবস, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতা স্মরণে অনুষ্ঠান, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে এবং সরকার ঘোষিত অন্যান্য বিশেষ দিবসে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs): টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর ১৭ টি Goal ও ১৬৯ টি টার্গেটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য: বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ টেলিভিশন বাঙালির ইতিহাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদিকে উপজীব্য করে অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে। সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, শিশুতোষ অনুষ্ঠান, আলোচনামুলক অনুষ্ঠান, কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রতিবন্ধীদের অনুষ্ঠান, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সময়োপযোগী অনেকগুলো অনুষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিটিভির প্রচারসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের মানোন্নয়ন: অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নে বিটিভির প্রতি প্রান্তিকে ইনোভেটিভ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে এ সকল অনুষ্ঠান দর্শকপ্রিয়তাও পেয়েছে। তন্মধ্যে গান চিরদিন, প্রিয়শিল্পী প্রিয়গান, বর্ণালী, অন্তরমহল, গানের ঝরণাতলায়, কবিতার গান, স্মৃতিময় গানগুলো, গীতি শতদল, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'পরিবর্তন', সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠান 'সু-প্রভাত বাংলাদেশ', হারুন রশীদ-এর গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর নির্মিত বিশেষ অনুষ্ঠান 'আনে মুক্তি আলো আনে' এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচারপতি হামদুর রহমান কমিশনের অপ্রকাশিত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ প্রামাণ্য কাহিনিচিত্র 'যা ছিল অন্ধকারে' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বনামধন্য শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ নির্মাণ ও

প্রচার করছে। যেমন–ঈদের অনুষ্ঠানমালায় শিল্পী রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমিনকে নিয়ে একক সংগীতানুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। নাটকের মানোন্নয়নে বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত নাট্যকার ছাড়াও তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশকদের নিয়ে নাটক নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে।

স্যোশাল মিডিয়া উইং : যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে এবং প্রযুক্তির পরম উৎকর্ষে মানুষের জীবনাচরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। দিন দিন মানুষ টেলিভিশন মিডিয়া হতে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দর্শকের এই প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া উইং খুলেছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর কার্যক্রম: বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর আলোকে বিটিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বার্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম: দেশ ও বিদেশের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক সংবাদ ও প্রতিবেদন চিত্রসহ প্রচার। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডসহ সরকার গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাবলির খবর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং জনগণকে ইতিবাচক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধকরণ, সংবাদ/প্রতিবেদন প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চর্চা ও লালন, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চতকরণ বিটিভি বার্তা শাখার প্রধান কাজ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সার্ভারের মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্তা শাখার প্রতিদিনের সংবাদ কভারেজ সিডিউল 'ই-সিডিউল' প্রক্রিয়ায় চালু করা হয়েছে
- সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডসহ সরকার গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাবলির সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিভির রিপোর্টিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে
- তালিকাভুক্ত সংবাদ পাঠক/পাঠিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও রিপোর্টারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
- বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিদিন বিটিভির ২টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত হচ্ছে
- জাতীয় সংবাদসহ বিটিভির সকল সংবাদে কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংযোজন করা হয়েছে
- জাতীয় শোক দিবস, জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ভাষার মাস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসের ওপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদন, বিশেষ দিবসের ওপর প্রতিবেদন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন, পর্যটন ও কৃষির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রচার এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর উৎক্ষেপণ নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
- সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদ/রিপোর্টিং বস্তুনিষ্ঠভাবে গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ টেলিভিশন তার সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন নিম্নবর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের স্থায়ী সদস্য:

- এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (ABU), মালয়েশিয়া
- এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট (AIBD), মালয়েশিয়া
- ইউরোপিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (EBU), সুইজারল্যান্ড
- এশিয়াভিশন নিউজ (AVN), মালয়েশিয়া
- পাবলিক মিডিয়া এলায়েন্স (PMA), যুক্তরাজ্য।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (MOU)

- চীনের Yunnan Radio and Television Station (YRTV) এবং Yunnan International Channel (YNIC) এবং Bangladesh Television-এর মধ্যে ০৮.১২.২০১৬ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে
- বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে Cooperation in the field of Radio, Film and Television বিষয়ে ১৪.০৭.২০১৭ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ABU Media Summit আয়োজনঃ এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (ABU) মালয়েশিয়া-এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের যৌথ আয়োজনে ABU Media Summit on Climate Change & Disaster Risk Reduction-2017 শিরোনামে গত ১০-১২ই মে ২০১৭ তিন দিনব্যাপী Media Summit ঢাকায় সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। পরিবেশ বিপর্যয়, দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, দুর্যোগ মোকাবেলা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সম্প্রচার মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার এবং পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্ভাবনী প্রয়াস ছিল সামিটের মূল লক্ষ্য। উক্ত সামিটে ২৫০ জন দেশি ও ৫০ জন বিদেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আইটি সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইটি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা কেন্দ্রের সকল শাখায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে
- বিটিভির ওয়েবসাইট আধুনিক ও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ওয়েবটিভি প্রযুক্তির সাহায্যে বিটিভির অনুষ্ঠান প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মোবাইলে বিটিভির অনুষ্ঠান প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে
- বাংলাদেশ টেলিভিশন অটোমেশনের আওতায় ৩টি সফটওয়্যার মডিউল (গেইট পাস ইস্যুয়িং সিস্টেম, আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও মোবাইল অ্যাপস) ডেভেলপ করা হয়েছে
- বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ই-ফাইল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ই-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

প্রকৌশল শাখার কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রকৌশল শাখা কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের নামসহ বিবরণ নিম্নরূপ:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিতে অনুমোদিত প্রকল্প (বিনিয়োগ) সংক্ষিপ্তসার (১)

১. প্রকল্পের নাম	: বাংলায়- 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাহাড়তলীস্থ চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার, ভবন নির্মাণ ও ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন' ইংরেজিতে- Construction of Transmission Tower, Building & Installation of Transmitting Equipment for Bangladesh Television Chittagong Center, Pahartali.
বাস্তবায়নকাল	: জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মোট: ২,৩৯৯.০০, জিওবি (বৈ:মু:): ২,৩৯৯.০০
প্রকল্প এলাকা	: পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা	: ➢ প্রকল্প এলাকায় ট্রান্সমিটিং টাওয়ার ও ট্রান্সমিটার ভবনের ৩য় তলার ছাদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ➢ প্রকল্পের আওতায় ট্রান্সমিটিং টাওয়ার নির্মাণের জন্য এলসি খোলা হয়েছে।
২. প্রকল্পের নাম	: বাংলায়-'বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)' ইংরেজিতে-Modernization, Digitalization & Automation of Bangladesh Television Central System (1st Phase).

বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৮-জুন ২০২০

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট: ৮,২৮২.০০, জিওবি (বৈ:মু:): ৮,২৮২.০০

সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা :
- ➢ প্রকল্পটি ১০ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়
- ➢ ২৭শে মে ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে
- ➢ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১২ জুন ২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে
- ➢ একনেক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে
- ➢ পূর্ত কাজ করার লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ-কে পূর্ণাঙ্গ ব্যয় প্রাক্কলন প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে
- ➢ প্রকল্পের গাড়ী, Computer and Accessories ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়ন ও দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প (বিনিয়োগ) সংক্ষিপ্তসার (২)

১. প্রকল্পের নাম : বাংলায়- 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৬টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প
ইংরেজিতে- 'Establishment of 06 (Six) Full Fledged TV Stations of Bangladesh Television.'

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২০

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট: ১,৩৯,১০০.০০, জিওবি (বৈ:মু:): ৪০,২৪৫.০০, প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ): ৯৮,৮৫৫.০০(৭১.০৭%), প্রকল্প সাহায্যের উৎস: চীন

সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা :
- ➢ ২০.১১.২০১৫ তারিখে চীনের ALIT ও DRFT এর সঙ্গে বিটিভির ৯৮,৮৫৫.০০ লক্ষ টাকায় Commercial (Provisional) Contract স্বাক্ষরিত হয়
- ➢ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য, ভৌত কাজ এবং সেবা ক্রয় বিষয়ক কমিটি প্রকল্পটি জি টু জি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে
- ➢ প্রকল্পটি ০৭.০৯.২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে টার্ন-কি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নীতিগত অনুমোদন ও সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে
- ➢ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০.১১.২০১৬ তারিখে Contract Agreement স্বাক্ষর হয়েছে
- ➢ একনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৫-টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রের সাথে ময়মনসিংহ-কে যোগ করে ৬-টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপনের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে একনেক কর্তৃক ২৩.০৮.২০১৭ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের পত্র জারি হয়েছে
- ➢ তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে

➢ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে জি-টু-জি'র মাধ্যমে চীনা state-owned ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) পণ্য, ভৌত কাজ এবং সেবা ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে

➢ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও চীনের এক্সিম ব্যাংক-এর সহিত ঋণ চুক্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. প্রকল্পের নাম : বাংলায়- 'দেশব্যাপি ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প

ইংরেজিতে- 'Establishment of Nationwide Digital Terrestrial Television Broadcasting in Bangladesh (1st Phase)'.

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট: ২৫,০০০.০০, জিওবি (বৈ:মু:): ২৫,০০০.০০

সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা : ➢ প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করার জন্য ১৩.০৭.২০১৬ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ে অভ্যন্তরীণ বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

➢ অর্থ মন্ত্রণালয়ে ০৩.০১.২০১৭ তারিখে প্রকল্পের পদ ও জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

➢ ২১শে জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

৩. প্রকল্পের নাম : বাংলায়- 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি জনবল ও জেলা সংবাদ দাতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প।

ইংরেজিতে- 'Development of Infra-Structure of BTV, Capacity building of Technical Personnel and District News Correspondent of Bangladesh Television'.

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট: ১৪,৪০০.০০, জিওবি (বৈ:মু:): ১৪,৪০০.০০ (২,৯০০.০০)

সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা : ➢ প্রকল্পের ডিপিপি ১৯.০৬.২০১৭ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়

➢ প্রেরিত ডিপিপির ওপরে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ মোতাবেক কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রসমূহে অবকাঠামো উন্নয়নের Need Assessment কার্যক্রম চলমান আছে

➢ প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট প্রাক্কলনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সিলেট, রংপুর, রাঙ্গামাটি, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী উপকেন্দ্রের প্রাক্কলন পাওয়া গেছে

➢ গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাক্কলন পাওয়ার পর দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত কার্যক্রম

➢ বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যমগুলি আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। দেশ বিদেশের গণমাধ্যমগুলির সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর অনুষ্ঠান নির্মাণ, আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী ও নান্দনিক করার লক্ষ্যে আধুনিক শো-বিজ্ লাইট ও ক্যামেরা ব্যবহার করায় অনুষ্ঠানের গুণগত মান অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

➢ গত ৬ বছরে ২৪ টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ২ সেট ডিমার ইউনিট, ৪০টি বিভিন্ন প্রকার অত্যাধুনিক

লাইটকিট, ২০০ টি আধুনিক টিভি স্টুডিও ল্যাম্প এবং ৪টি ট্রলি ক্রয় করে যুগপোযোগী স্টুডিও নির্মাণ করায় নান্দনিক অনুষ্ঠান ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে

- নতুন প্রযুক্তির হাই রেজুলেশন ক্যামেরা থেকে সরাসরি হার্ডডিস্ক/পেনড্রাইভের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পাদনা করা হচ্ছে।

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

- বিটিভির ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদ করা হয়
- বিটিভির পদকাঠামোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়োগ বিধি ও অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগী এবং হালনাগাদ করা হয়েছে
- বিটিভির ১ম শ্রেণির ২৩টি পদে নিয়োগের প্রস্তাব পিএসসি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তার মধ্যে টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)-০১ জন, প্রযোজক (বার্তা) (গ্রেড-২)-০১ জন কর্মকর্তা ৩১.১২.২০১৭ খ্রি. তারিখে, বিজ্ঞাপন আধিকারিক (গ্রেড-২) পদে ০১ জন কর্মকর্তা ১৪.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে, শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)-০২ জন, প্রযোজক (বার্তা) (গ্রেড-২)-০১ জন এবং চিত্রগ্রাহক (গ্রেড-২)-০২ জন কর্মকর্তা ০৮.০৫.২০১৮ তারিখে যোগদান করেছেন। অবশিষ্ট ১৫টি পদে নিয়োগ পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন আছে
- ২৭টি শূন্য পদের মধ্যে ২য় শ্রেণির ১০টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ১২টি পদে ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়েছে
- ১২-২০তম গ্রেডভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির রাজস্বখাতের স্থায়ী ১১৫টি শূন্যপদে নিয়োগের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের নিমিত্তে যথাযথ প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। গত ২০.০৪.২০১৮ তারিখে সর্বশেষ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মৌখিক পরীক্ষা চলমান
- বিটিভির টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনের সংখ্যা ৫৯টি। টিওএন্ডইভুক্ত ৫টি মাইক্রোবাস, ১টি জিপ, ২টি বড় বাস, ২টি কার, ১টি পিকআপ, ২টি মাইক্রোবাস, ৩টি সিএনজিচালিত অটোরিক্সা ও ৩টি মোটরসাইকেলসহ সর্বমোট ১৯টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে
- ১টি মিনি ওভিভ্যান টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোরিয়ান ব্রডকাস্ট সিস্টেম (KBS) এর নিকট থেকে বিটিভির জন্য একটি ওভিভ্যান উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে। সরাসরি অনুষ্ঠানসমূহ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে (KBS) এর ওভিভ্যানটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরের আয়, ব্যয় ও অডিট আপত্তি নিম্নরূপ:

লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	ব্যয়	অডিট আপত্তি
৮,০০,০০,০০০/-	৮,১৭,৩৪,১২৩/-	-	নেই

এছাড়া লাইসেন্স শাখার সকল নথির ও যাবতীয় কার্যক্রম ই-নথিতে সম্পাদন করা হয়।

জনকল্যাণে ভূমিকা: আধুনিক বিশ্বের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের দর্পন হিসেবে কাজ করে মিডিয়া। ইলেক্ট্রনিক অডিও ভিজ্যুয়াল গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকে এ দেশের মাটি, মানুষ, মানবতা ও দেশ গড়ার কথা বলে। এ লক্ষ্যে বিটিভি সম্প্রচার সময়ের শতকরা ৭৫ ভাগ সময় সরকারের উন্নয়নমূলক, জনস্বার্থ ও জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এছাড়া, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে জনকল্যাণের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ': 'উন্নয়নের মহা উদ্যোগ, এগিয়ে চলছে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু-এর সাথে ১লা আগস্ট ২০১৭ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেসরকারি টেলিভিশন স্বত্বাধিকারী এসোসিয়েশন (এটকো)-এর নেতৃবন্দ সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

বাংলাদেশ' শীর্ষক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০(দশ)টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, সবার জন্য বিদ্যুৎ, একটি বাড়ি একটি খামার, নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশুবিকাশ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিনিয়োগ বিকাশ উপজীব্য করে বাংলাদেশ টেলিভিশনের Branding অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্র. নং	অনুষ্ঠানের সংখ্যা/ টিভি চ্যানেল	ব্যয়ের খাত	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় (৩০.০৬.২০১৮ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকা)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১	০৬টি	বিশেষ নাটক	১৮.০০	১৮.০০	-	১। বিশেষ নাটক: রচনা: মান্নান হীরা অভিনয়: আরমান পারভেজ, মুরাদ, নাদিয়া, সামিমা তুষ্টি, খাইরুল আলম সবুজ, জয়রাজ, সাজ্জাদ মাহমুদ, ম আ সালাম.... **২। প্রচার:** **ক)** বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, চট্টগ্রাম টেলিভিশন ও সংসদ টেলিভিশন **খ)** ০৫টি বেসরকারি চ্যানেল-দেশ টিভি, চ্যানেল আই, ৭১ টিভি, ডিবিসি নিউজ, এটিএন বাংলা।
০২	১০টি	টিভিসি	৪০.০০	৪০.০০	-	
০৩	২০টি	টিভি নিউজ রিপোর্টিং	২.০০	২.০০	-	
০৪	০৫টি	বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাথে সমঝোতা স্মারক	৪০.০০	৪০.০০	-	
		মোট	১০০.০০	১০০.০০	-	

আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান: বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমটি শুধু অনুষ্ঠান/সংবাদ প্রচার করে সরকারি রাজস্ব ব্যয় করে না, বিজ্ঞাপন প্রচার ও লাইসেন্স প্রদান থেকে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় করছে, যা সরকারি কোষাগারকে সমৃদ্ধ করছে। অপরদিকে স্বনির্ভরতার মাধ্যম দেশ ও জাতির কিভাবে উন্নয়ন করা যায় এ লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে। ■

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) প্রচার কাজে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট প্রকাশনা বিভাগ ও চলচ্চিত্র বিভাগ নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগকে ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন একীভূত করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা নিবন্ধন পরিদপ্তর এবং নিরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন সেল সংযুক্ত করে এর নামকরণ করা হয় 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর'। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর ইংরেজি নামকরণ Department of films and Publications কে সংক্ষেপে DFP বা বাংলায় ডিএফপি হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ অধিদপ্তরের চলচ্চিত্র, প্রকাশনা, চারুকলা ও নকশা, প্রশাসন, নিবন্ধন এবং বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা শাখার মাধ্যমে নানারকম সেবা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও সম্পৃক্ত করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ। এছাড়া ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার নিবন্ধন, প্রকাশনা মনিটরিং, বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণ, ওয়েজবোর্ড মনিটরিংসহ সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ও নিউজপ্রিন্ট কোটা নির্ধারণ এ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ। নিম্নে এ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

চলচ্চিত্র শাখা

চলচ্চিত্র শাখার মাধ্যমে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর সংবাদচিত্র ও বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ; দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সুশাসন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রামাণ্যচিত্র ও ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র, টিভিসি নির্মাণ; রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জীবনঘনিষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ; এবং বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মিশনসমূহের চাহিদা অনুযায়ী ইংরেজিতে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। এছাড়া বিদেশি সাংবাদিকদের বাংলাদেশে চিত্রায়ণ কাজে সরকারের নীতিমালা অনুসারে সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মার্চ ২০১৮ গণভবনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে স্বীকৃতি দানকারী ইউনেস্কো'র প্রত্যয়নপত্র চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করেন। –পিআইডি

উপকারভোগী

ক) গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গঠনের জন্য সংবাদচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রসমূহ প্রদর্শন করা হয়। এতে সরাসরি জনগণ উপকৃত হয়।

খ) বিটিভিসহ টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে প্রামাণ্যচিত্র ও টিভিসি প্রদর্শন করা হয়। এতে জনগণ উপকৃত হয়।

গ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে ভূমিকা রাখা হয়।

ঘ) বাংলাদেশে আগত বিদেশি সাংবাদিকদের চিত্রায়ন কাজে সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সম্পন্ন চলচ্চিত্রায়ণে বা চিত্রায়ণে ভূমিকা রাখা হয়।

প্রকাশনা শাখা

দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিল্প, পরিবেশ, শিক্ষা, সুশাসন, জনস্বাস্থ্য, পর্যটন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশসহ জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ এবং সরকারের নীতি, আদর্শ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত 'সচিত্র বাংলাদেশ', মাসিক 'নবারুণ' ও সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনিয়মিত প্রকাশনা (অ্যাডহক প্রকাশনা) প্রকাশ ও বিতরণ করা হয় প্রকাশনা শাখার মাধ্যমে। এছাড়া বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিক 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি' প্রকাশ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে বিদেশে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সারাদেশে প্রচারের জন্য পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সরকারের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন সময়ে পুস্তিকা, ফোল্ডার, স্টিকার ও প্রচারপত্র প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

উপকারভোগী

ক) গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে বিতরণের জন্য দশ হাজার কপি 'সচিত্র বাংলাদেশ' এবং দশ হাজার কপি মাসিক 'নবারুণ' ছাপানো হয়। এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এতে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ সরাসরি দেশের উন্নয়ন ও সরকারের কর্মসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। ফলে তারা স্থানীয় পর্যায়ে সঠিক তথ্য দিয়ে জনগণকে সাহায্য, উদ্বুদ্ধ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে।

খ) সারাদেশে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বই মেলায় এ অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখা অংশগ্রহণ করে এবং বই বিক্রয় করে থাকে। এতে আগ্রহী ক্রেতাগণ সরাসরি ডিএফপি প্রকাশিত বই দেখা ও কেনার সুযোগ পান। এক্ষেত্রে শিশু-কিশোর ও ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ অধিক দেখা যায়।

গ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে বই ও প্রকাশনা বিতরণ করে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে ভূমিকা রাখা হয়। এছাড়া আমন্ত্রণ পেলে বিদেশের বই মেলায় ডিএফপি অংশগ্রহণ করে ও বই বিক্রয় করে। কোলকাতা ও রিয়াদের বই মেলায় ডিএফপির প্রকাশনা এবং চলচ্চিত্র শাখার ডিভিডিসমূহ কেনার আগ্রহ অধিক দেখা যায়।

নিবন্ধন শাখা

দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত যে-কোনো নিয়মিত প্রকাশনা পত্রিকা, সাময়িকী ও পুস্তক-এর নামের নিবন্ধন ও ছাড়পত্র প্রদান করে, পত্রিকাসমূহের জমাদান প্রত্যয়ন করে, পত্র পত্রিকার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশনা পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে নিবন্ধন শাখা। এছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থপুঞ্জি তৈরি করে।

উপকারভোগী

ক) ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশনা সংস্থাসমূহ সরাসরি উপকৃত হয়।

খ) সারাদেশে সংবাদপত্র সমূহ নিয়মিত জমাদান পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা উপকৃত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০১৮ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বইমেলা উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখার সময় ডিএফপি'র স্টলে আসেন। –পিআইডি

গ) সংবাদপত্রের নিবন্ধন ও নামের ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে সংবাদপত্রের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। অন্যথায় একই নামে বিভিন্ন স্থান হতে ডিক্লারেশন নিয়ে একাধিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ থেকে যেতো।
ঘ) পুস্তকের নিবন্ধন ও গেজেট আকারে গ্রন্থপুঞ্জি প্রকাশের মাধ্যমে পুস্তক লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকের কপিরাইট আইন অনুসারে অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। এতে পুস্তক প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টগণ উপকৃত হন।

বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা শাখা

বিজ্ঞাপন শাখা: বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পত্র-পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রদান করা, যথাসময়ে তার প্রকাশনা নিশ্চিত করা, যাচাই-বাছাই করে সংবাদপত্রের বিল পরিশোধ করা, সংবাদপত্র হতে সরকারের রাজস্ব আয় তত্ত্বাবধান করা বিজ্ঞাপন শাখার কাজ। সরকারের বিজ্ঞাপন নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন এ শাখা তত্ত্বাবধান করে। এ শাখা সরকার ও সংবাদপত্রের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সাংবাদিক-কর্মচারীদের ওয়েজবোর্ড অনুসারে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং করে।

নিরীক্ষা শাখা: সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশের লক্ষ্যে মিডিয়া তালিকাভুক্তকরণ, পত্র-পত্রিকার সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যা নির্ধারণ, নিয়মিত প্রকাশনা তত্ত্বাবধান, বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণ, নিউজপ্রিন্ট প্রাপ্তির মাসিক কোটা নির্ধারণ এবং আইন ও বিধির আওতায় সংবাদপত্রের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা নিরীক্ষা শাখার কাজ। 'অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন' হিসেবে বাংলাদেশে এ শাখা কাজ করে।

উপকারভোগী

ক) ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের এ শাখার দ্বারা সরাসরি উপকৃত হয়।
খ) সারাদেশে সংবাদপত্রে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রদান করে তারা এ শাখার মাধ্যমে উপকৃত হয়।
গ) ওয়েজবোর্ড মনিটরিং-এর মাধ্যমে সাংবাদিক-কর্মচারিগণ সরাসরি উপকৃত হন। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে এখানে অভিযোগ করে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
ঘ) এ শাখার মাধ্যমে সংবাদপত্রে সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবায়ন করা যায় এবং সংবাদপত্রের যাবতীয় কার্যাবলি মনিটরিং করা যায়। তাই বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা শাখাকে আরো দৃঢ় আইনগত ভিত্তি প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রশাসন শাখা

প্রশাসন শাখা দপ্তরের রিপোর্টিং, হিসাব, নিরীক্ষা, বাজেট, প্রশিক্ষণ ও সেবা, সাধারণ প্রশাসন, সমন্বয় সাধন ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করে। তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ পদোন্নতি, টাইমস্কেলসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা করা; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; মাসিক প্রতিবেদন, কর ব্যতিত রাজস্ব প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সমন্বয় সভা, বিবিধ প্রতিবেদন তৈরি করা এবং অন্যান্য শাখার কার্যাবলির সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা প্রশাসন শাখার অন্যতম দায়িত্ব।

চারুকলা ও নকশা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পমান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চারুকলা ও নকশা শাখা ভূমিকা রাখে। এ অধিদপ্তরের প্রকাশিত তিনটি নিয়মিত প্রকাশনা যেমন সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকার প্রচ্ছদ ডিজাইন এবং অঙ্গসজ্জার মাধ্যমে শিল্পমান বজায় রেখে সচেতন পাঠকদের কাছে পত্রিকাগুলোকে গ্রহণযোগ্য ও নান্দনিক করে তোলা; জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নানা বিষয়ের পোস্টার ডিজাইন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে শিল্পমান নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেশ-বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে অনিয়মিত প্রকাশনা (বই, বুকলেট, ফোল্ডার ও ঐতিহ্যভিত্তিক পোস্টার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিল্পমান বজায় রেখে প্রকাশনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এ শাখার অন্যতম দায়িত্ব।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি 'সচিত্র বাংলাদেশ', ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি 'নবারুণ', ১২০০০ কপি 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি' এবং বিভিন্ন জাতীয় ও বিশেষ দিবসে ৩৫ লক্ষ পোস্টার মুদ্রণ করে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচার করেছে। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা, হিউম্যান বাংলাদেশ, শেখ হাসিনা ইনেশিয়েটিভ ইত্যাদি ১৫ হাজার কপি পুস্তিকা মুদ্রণ করেছে। জাতীয় শোক দিবস-২০১৭ তে এ অধিদপ্তর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ অধিদপ্তর ১৩টি প্রামাণ্যচিত্র, ৪টি ডকুড্রামা এবং ৩৬টি টিভি ফিলার ২৪টি সংবাদচিত্র ও ১৫টি বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ করে। জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে ও বিএফডিসি গেইটে ৭দিন ব্যাপী প্রদর্শন করা হয়েছে। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব দালিলিক প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় ২৫শে নভেম্বর-২০১৭ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত উৎসবে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে আনন্দ র‍্যালীর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে।

- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশে ও বিদেশে ১৪টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। অধিদপ্তরের নিয়মিত ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ এসব মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। বইমেলাগুলো হলো- কলকাতা বইমেলা, জেদ্দা বইমেলা, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড মেলা, নীলফামারী বইমেলা, খুলনা বইমেলা, রাজশাহী বইমেলা, টুঙ্গিপাড়া বইমেলা, টাঙ্গাইল বইমেলা, শিশু একাডেমি বইমেলা, বরিশাল বইমেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ইত্যাদি। এছাড়া সুনামগঞ্জে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে অধিদপ্তরের কিশোর পত্রিকা মাসিক 'নবারুণ'-এর মোবাইল অ্যাপ-এর উদ্‌বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুনামগঞ্জের স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ জনগণের ব্যাপক সমাগম ঘটে। কোলকাতা উপ-হাই কমিশন আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবেও এ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেছে
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি সে সময়ে ধারণ করেছিল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (তৎকালীন চলচ্চিত্র বিভাগ)। ৭ই মার্চের ভাষণটি

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ৭ই মার্চ ২০১৮ ঢাকায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন। –পিআইডি

ইউনেস্কোর 'মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্ব দালিলিক প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইউনেস্কোর সনদপত্র এ অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়

- ২২শে মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত উৎসবে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে আনন্দ র‍্যালীর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে ঢাকা সিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৬০টি পিভিসি ক্যানভাসে বিল বোর্ড, ব্যানার টানিয়ে প্রচারকাজে এ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে এ অধিদপ্তরে তিনদিনব্যাপী আলোচনা সভা ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন করেছে। আলোচনা সভায় মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এবং তৎকালীন তথ্যসচিব মো. নাসিরউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের 'ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফিল্ম লাইব্রেরি ও স্যুটিংভ্যান ক্রয় করা হয়েছে
- এছাড়া এ অধিদপ্তর ৪১টি পত্রিকা নতুন মিডিয়া তালিকাভুক্ত করেছে। ৮ম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করায় ৯৯টি পত্রিকাকে নিউজপ্রিন্ট প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭টি পত্রিকার অফিস ও প্রেস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকাশিত নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশনা প্রতিবেদন

(ক) নিয়মিত

ক্র.	বিষয়	সংখ্যা
১	মাসিক নবারুণ	১২ সংখ্যা : ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি
২	মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ	১২ সংখ্যা : ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি
৩	বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি	৪ সংখ্যা : ১২ হাজার কপি

(খ) অ্যাডহক

ক্র.	মুদ্রণ শিরোনাম	ভার্সন	মুদ্রণ সংখ্যা	প্রকাশকাল
১	জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা-২০১৭	বাংলা	৫ হাজার কপি	জুলাই-১৭
২	Sheikh Hasina Initiatives	ইংরেজি	৫ হাজার কপি	জুলাই-১৭
৩	১৫ই আগস্ট ২০১৭ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২ প্রকারের পোস্টার	বাংলা	১০ লক্ষ কপি	১৫ই আগস্ট-১৭
৪	১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ২ প্রকারের পোস্টার	বাংলা	৪ লক্ষ ১০ হাজার কপি	১৬ই ডিসেম্বর-১৭
৫	উন্নয়ন মেলা ২০১৮ উপলক্ষে ৩ প্রকার পোস্টার	বাংলা	৩ লক্ষ কপি	সেপ্টেম্বর-১৭
৬	জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের ত্রাণ বিষয়ক Humane Bangladesh	ইংরেজি	২৫০০ কপি	নভেম্বর-১৭
৭	Bangladesh Towards Sustainable Development	ইংরেজি	২ হাজার	জানুয়ারি-১৮ (পুনর্মুদ্রণ)
৮	বঙ্গবন্ধু সহজ পাঠ	বাংলা	৫ হাজার	জানুয়ারি-১৮ (পুনর্মুদ্রণ)
৯	মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা	বাংলা	৫ হাজার	জানুয়ারি-১৮ (পুনর্মুদ্রণ)
১০	২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ উপলক্ষে পোস্টার	ইংরেজি/ বাংলা	৩ লক্ষ ১০ হাজার	২১শে ফেব্রুয়ারি-১৮
১১	'মানবতার মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা' ও 'আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মানের শ্রেষ্ঠ কারিগর জননেত্রী শেখ হাসিনা' শীর্ষক পোস্টার	বাংলা	৬ লক্ষ কপি	মার্চ-১৮
১২	২৬শে মার্চ-২০১৮ উপলক্ষে পোস্টার	ইংরেজি/ বাংলা	৩ লক্ষ ১৬ হাজার	মার্চ-১৮
১৩	The Historic 7th March Speech of The Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman	ইংরেজি/ বাংলা	৫ হাজার কপি	মার্চ-১৮
১৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসিয়াল পোট্রেট	বাংলা	৯ হাজার ৯০ কপি	২৩শে এপ্রিল-১৮
১৫	ইউনেস্কো কর্তৃক ৭ই মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি প্রদান উদযাপন উপলক্ষে পোস্টার	ইংরেজি/ বাংলা	৪ লক্ষ ১৬ হাজার	২৪শে মে-১৮
১৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ের ফোল্ডার	বাংলা	২,৫০,০০০ কপি	মে-১৮

ক্র.	শিরোনাম	ভার্সন	মুদ্রণ সংখ্যা	প্রকাশ কাল
১৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ের স্টিকার	বাংলা	৪,৮৭,৫০০ কপি	মে-১৮
১৮	ভিজিটিং কার্ড, দাওয়াত কার্ড, ফোল্ডার, ডিওপ্যাড, খাম, ঈদ কার্ড	ইংরেজি/ বাংলা	চাহিদা মোতাবেক	জুন-১৮
১৯	পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ	বাংলা	৪ হাজার কপি	জুন-১৮
২০	পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ	বাংলা	৪ হাজার কপি	জুন-১৮
২১	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে পিভিসি ক্যানভাসে ব্যানার ফিটিং ও ফিক্সিং	বাংলা	৬০টি	জুন-১৮
২২	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে ক্যানভাসে কাঠের তৈরি পিভিসি বিল বোর্ড স্থাপন	বাংলা	৫২টি	জুন-১৮
২৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রতিবেদন	বাংলা	২ হাজার কপি	জুন-১৮
২৪	জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের ত্রাণ বিষয়ক Humane Bangladesh	বাংলা/ ইংরেজি	২৫০০ কপি	জুন-১৮ (পুনর্মুদ্রণ)

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংরক্ষণে ডিএফপি'র অগ্রণী ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে তৎকালীন ফিল্ম ডিভিশন বর্তমানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর চলচ্চিত্র শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলচ্চিত্র শাখার কর্মকর্তা মহিব্বুর রহমান খায়ের (প্রয়াত অভিনেতা আবুল খায়ের), আমজাদ আলী খন্দকার, জি. জেড. এম. এ. মবিন, এম. এ. রউফ এবং এস. এম. তৌহিদ বাবু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ধারণ করার ব্যতিক্রমী ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সাহসী ভূমিকার কারণে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণের অডিও-ভিডিও কভারেজ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণসহ অন্যান্য যে সকল ভাষণের লাইভ ফুটেজ পাওয়া যায় তার প্রায় সবগুলোই ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সময়ে ডিএফপির চলচ্চিত্র শাখার কলাকুশলীদের দ্বারা ধারণকৃত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের পর চলচ্চিত্র বিভাগের তৎকালীন পরিচালক/কম্পট্রলার মহিব্বুর রহমান খায়ের আশংকা করেছিলেন যে, পাক হানাদারবাহিনী ৭ই মার্চের ভাষণটির কপি বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই তিনি ভাষণের মূলকপি ও অডিও রেকর্ডসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখার বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এপ্রিল মাসের শুরুতে সব গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট একটি ৪২ইঞ্চি স্টিলের ট্রাংকে ঢুকিয়ে তিনি সহকারী চিত্রগ্রাহক আমজাদ আলী খন্দকারকে সেটি অন্যত্র সরিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ পেয়ে আমজাদ আলী খন্দকার ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল ভাষণের অডিও-ভিডিও ফুটেজসহ স্টিলের ট্রাংকটি বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বেবিট্যাক্সিতে করে সোয়ারি ঘাটে নিয়ে যান। পাক হানাদারবাহিনীর কড়া টহলের মধ্যে আমজাদ আলী খন্দকার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জিঞ্জিরা হয়ে মুন্সিগঞ্জের জয়পাড়ায় মজিদ দারোগা বাড়িতে ট্রাংকটি নিয়ে যান। এর পেছনে পেছনে চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক মহিব্বুর রহমান

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত 'নবারুণ আড্ডায়' কিশোর-কিশোরীদের সাথে কথা বলছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। পাশে উপবিষ্ট প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহারসহ অতিথিবৃন্দ। –ডিএফপি

খায়েরও সেখানে যান। সেখানে অত্যন্ত গোপনে ভাষণটিসহ ট্রাংকটি সংরক্ষণ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখান থেকে ট্রাংকটি এনে পুনরায় তা অফিসের স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরও ষড়যন্ত্রকারীরা ভাষণের রিলটি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র বিভাগে তল্লাশি চালায়। কিন্তু চলচ্চিত্র শাখার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ ভাষণের মূল পিকচার নেগেটিভ ও সাউন্ড নেগেটিভসহ অন্যান্য ফুটেজ ভিন্ন একটি ছবির ক্যানে ঢুকিয়ে ডিএফপির ফিল্ম লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখেন। এভাবেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কভারেজের স্মৃতিবাহী শব্দধারণ যন্ত্র বা নাগ্রা মেশিন এবং টু-সি ক্যামেরাটি এখনো ডিএফপিতে সংরক্ষিত আছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের অডিও- ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে এসব ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সরবরাহ করা হয়েছে। ডিএফপির এ প্রচেষ্টার কারণে ১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের লাইভ ফুটেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কভারেজে ব্যবহৃত টু-সি ক্যামেরা ও নাগ্রা মেশিন। –ফাইল ছবি

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভে ডিএফপির ভূমিকা

সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ডিএফপির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ৭ই মার্চের ভাষণ ও এর ইতিহাস সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এর ওপর প্রামাণ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ২০১১ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মশালায় ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি প্রস্তাব আকারে উপস্থাপনের জন্য তিনি ২০১০ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন-এর রোকেয়া খাতুনকে প্রস্তাব দেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ইউনেস্কোতে খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করে।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এরপর এ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। তিনি ২০১৩ ও ২০১৪ সালে নির্দিষ্ট ফরমেটে বাংলাদেশের প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। পরবর্তীতে ডিএফপির মহাপরিচালক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর ১৯৯তম নির্বাহী বোর্ড সভায় পরিমার্জিত প্রস্তাব জমাদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নতুন একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। শুরু থেকেই এই উদ্যোগের সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সম্পৃক্ত ছিলেন।

২০১৩ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এরপর তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে পরামর্শ করে ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের অন্যতম দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ২০১৬ সালের এপ্রিলে প্যারিস দূতাবাসের মাধ্যমে ইউনেস্কোতে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিল করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটিকে বিশ্ব দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রান্সে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে স্থায়ী প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসেন, সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিভিন্ন সময় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু থেকেই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন।

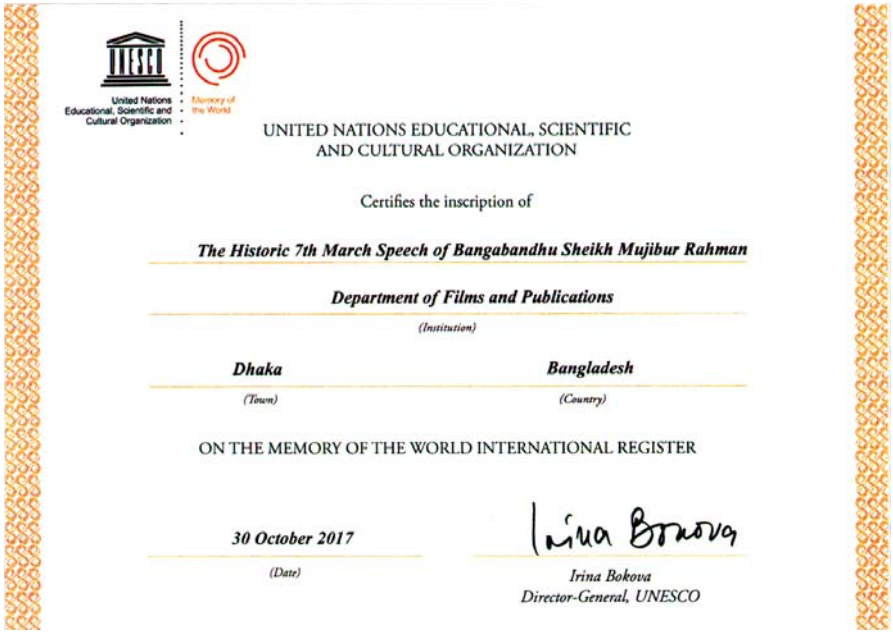

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Memory of the World

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications

(Institution)

Dhaka (Town) — *Bangladesh* (Country)

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017 (Date)

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কে প্রদত্ত ইউনেস্কো সনদপত্র। –ডিএফপি

এ সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের ফলে দীর্ঘ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটিকে বিশ্ব দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কো ঘোষণা করে এবং মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করে। এ পর্যন্ত সারাবিশ্বের মোট ৪২৭টি দলিলকে এ বিরল স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ, সংরক্ষণ ও বিশ্ব দালিলিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়ায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর চলচ্চিত্র শাখার কর্মকর্তা ও কলাকুশলীদের সাহসী ভূমিকা ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে। জাতির পিতার এই কালজয়ী ভাষণটি বিশ্ব দালিলিক প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কারণে ইউনেস্কো এই অধিদপ্তরসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো– তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ৬ই মার্চ ২০১৮ গণভবনে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর সনদপত্র প্রত্যেক দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও মহাপরিচালকের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিপ্তরের পক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এম.পি.। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এম.পি. তৎকালীন তথ্যসচিব মো. নাসিরউদ্দিন আহমদ এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এই সনদপত্র প্রাপ্তি উপলক্ষে ৭ই মার্চ ২০১৮ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অডিও-ভিডিও ফুটেজ ধারণ, সংরক্ষণ এবং বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতির জন্য ইউনেস্কোতে প্রস্তাব প্রেরণ করায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের হাতে ইউনেস্কোর সনদপত্রটি তুলে দেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ডিএফপি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র/ডকুড্রামা

ক্রঃ নং	প্রামাণ্যচিত্র/ডকুড্রামা/ টিভি ফিলারের নাম	পরিচালক/প্রযোজকের নাম ও পদবী
	প্রামাণ্যচিত্র-১৩টি	
১	সরকারের দুই মেয়াদে ৯ বছর পূর্তি সম্পর্কিত	মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, সহকারী চিত্র প্রযোজক
২	মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান বিষয়ক	মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, সহকারী চিত্র প্রযোজক
৩	মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা বিষয়ক	মোহাম্মদ আবু তাহের, চিত্র প্রযোজক
৪	বিভিন্ন জেলার তথ্য সংবলিত জেলা পরিচিতি- ৫টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও সুনামগঞ্জ)	মোহাম্মদ আবু তাহের, চিত্র প্রযোজক (গোপালগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলা), আবু জাফর আহমেদ, চিত্র প্রযোজক (সুনামগঞ্জ জেলা); মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, সহকারী চিত্র প্রযোজক (চট্টগ্রাম জেলা) এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহকারী চিত্র প্রযোজক (ঢাকা জেলা)।
৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি বিষয়ক	মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহকারী চিত্র প্রযোজক
৬	পার্বত্য অঞ্চলে স্থিতিশীলতা, সম্প্রীতি তথা সামগ্রিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা	মোহাম্মদ আবু তাহের, চিত্র প্রযোজক
৭	ক্ষুধামুক্তি বিষয়ক (SDGs)	মোঃ সাইপউদ্দিন, সহকারী চিত্র প্রযোজক
৮	টেকসই শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক (SDGs)	আবু জাফর আহমেদ, চিত্র প্রযোজক

ক্র: নং	প্রামাণ্যচিত্র/ডকুড্রামা/ টিভি ফিলারের নাম	পরিচালক/প্রযোজকের নাম ও পদবী
৯	সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অসমতা হ্রাস বিষয়ক (SDGs)	মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহকারী চিত্র প্রযোজক
১০	ভৌগলিক নির্দেশক বিষয়ক-৩টি (জামদানী, ইলিশ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা)	আবু জাফর আহমেদ, চিত্র প্রযোজক মোঃ সাইপউদ্দিন, সহকারী চিত্র প্রযোজক মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, সহকারী চিত্র প্রযোজক
	টিভি ফিলার (২-৩ মিনিট)- ১৭টি	
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বিষয়ক ১০ টি টিভি ফিলার	মোহাম্মদ আবু তাহের, চিত্র প্রযোজক -৩টি আবু জাফর আহমেদ, চিত্র প্রযোজক- ৩টি মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহকারী চিত্র প্রযোজক- ১টি মোঃ সাইপউদ্দিন, সহকারী চিত্র প্রযোজক- ৩টি
১২	শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক	খোরশেদ আলম চৌধুরী, পরিচালক
১৩	মাদকের বিস্তার রোধ বিষয়ক	মোঃ মনিরুল ইসলাম, চিত্র প্রযোজক
১৪	সাইবার ক্রাইম বিষয়ক	মোঃ শাহ আলম, চিত্র গ্রাহক
১৫	পানি সম্মেলন-২০১৭ এর উপর ৩টি ফিলার	মোহাম্মদ আবু তাহের, চিত্র প্রযোজক আবু জাফর আহমেদ, চিত্র প্রযোজক মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহকারী চিত্র প্রযোজক
১৬	প্রাকৃতিক দুর্যোগ: আশ্রয় কেন্দ্র	মোহাম্মদ আবু তাহের, চিত্র প্রযোজক

ব্র্যান্ডিং প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং বিষয়ের ওপর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নকৃত কাজের বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম/ বিবরণ	পরিমাণ
১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ের ওপর ১০ ধরনের স্টিকার মুদ্রণ	৪,৮৭,৫০০ কপি
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ের ওপর ১০ ধরনের ফোল্ডার মুদ্রণ	২,৫০,০০০ কপি

উল্লিখিত কার্যাবলি বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্রান্ডিং বাবদ মোট ৪৬,১৭,৭৮০/- (ছেচল্লিশ লক্ষ সতেরো হাজার সাতশত আশি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২৫শে মার্চ ২০১৮ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। -পিআইডি

এ অধিদপ্তর থেকে ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০ মিনিট স্থিতিকালের 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক ১টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। ■

তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি বা বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থাসহ সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিহ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। দেশের জনগণ যাতে তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর নজর রাখতে পারে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান যেন তাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তথ্য অধিকার আইনটির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ এ অধিকার পাবেন বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-এর আওতায় তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে এবং কাযক্রম পরিচালনা করছে। প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য দুইজন কমিশনারসহ মোট ০৩ (তিন) জন কমিশনার নিয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে, এর মধ্যে একজন নারী কমিশনার রয়েছেন। তথ্য কমিশনের একজন সচিব রয়েছেন।

প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্যপ্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এ আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না এবং তথ্যপ্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এ আইনের বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এ আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- ধারা-৩)।

কমিশনের কার্যাবলি

তথ্য অধিকার আইনে উল্লেখিত যে কোনো সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য জানার অধিকার বাস্তবায়নে এবং যাচিত তথ্য খুঁজে বের করায় জনগণকে সাহায্য করে তথ্য কমিশন।

তথ্য কমিশন যে কোনো নাগরিকের নিকট থেকে তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। এ

৬ই জুন ২০১৮ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭ পেশ করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। এ সময় তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি এবং তথ্য কমিশনের সচিব মুহিবুল হোসেইন উপস্থিত ছিলেন। –পিআইডি

সংস্থাটি তথ্য অধিকার আইন এবং এর অধীন প্রণীত বিধিমালা বাস্তবায়নকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের মূল কাজ হচ্ছে সকল সরকারি, সরকারি বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি পেতে জনগণকে সহায়তা করা। প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত ও বাধ্য করা, তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা, আর কেউ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তথ্য অধিকার সংরক্ষণে গবেষণা করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা তথ্য কমিশনের কাজ।

তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলো এ আইনের বিধানাবলী পালন করছে কিনা-তা দেখাই কমিশনের কাজ। তাছাড়া তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদানসহ গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার করাও কমিশনের কাজ।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে বিদ্যমান আইনের বৈসাদৃশ্য পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে। তাছাড়াও তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণকে যে কোনো সরকারি/বেসরকারি দপ্তরে তথ্য চাওয়ার অধিকার দিয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ তথ্য, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য, আদালত অবমাননার সামিল বিচারাধীন বিষয় সম্পর্কিত কোনো তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ বা প্রদান তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়। এ ধারার অধীন কোনো তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে তথ্য প্রদানের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট জড়িত থাকলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এবং চাহিত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কে কীভাবে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করে তোলা যায় সে লক্ষ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়’ শীর্ষক এক কর্মশালা ২৭ শে মে ২০১৮ তথ্য কমিশনের সম্মেলন

২৭শে মে ২০১৮ প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে ‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। এ সময় তথ্যসচিব আবদুল মালেক ও প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রধান অতিথি ছিলেন।

কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইনের উৎপত্তি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি, তথ্য সরবরাহ নিশ্চিতে কর্তৃপক্ষের করণীয়, তথ্য কমিশন কর্তৃক এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়কল্পে গৃহীত কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও দৈনন্দিন কার্যক্রমে ভবিষ্যতে করণীয় চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতির লক্ষ্যে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। –পিআইডি

প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৮ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৭' উদ্‌যাপন করে। এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **'তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন'**। এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্যসচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারদ্বয়ের ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ১০ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিকার দিবসের লিফলেট ও পোস্টার তৈরি করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় ও জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা, নাটিকা ও গান প্রচার করা হয়। ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সড়কদ্বীপ সজ্জিত করা হয়। তথ্য অধিকার দিবস-২০১৭-তে তথ্য কমিশনের এবারের স্লোগান ছিল **'তথ্য পেলে জনগণ, নিশ্চিত হবে সুশাসন'**।

১৮ই মে ২০১৮ বিশ্বব্যাংকের লিড পাবলিক সেক্টর স্পেশালিস্ট বিক্রম কে. চান্দ, সিনিয়র পাবলিক সেক্টর স্পেশালিস্ট সৈয়দ খালেদ আহসান এবং প্রোগ্রাম লিডার খ্রিস্টিয়ান এইজেন-যুছি প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এর সাথে তথ্য কমিশন কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। -তথ্য কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কার্যকর বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশীজনের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১ই অক্টোবর ২০১৭ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগারগাঁও, ঢাকার তথ্য কমিশন কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহারে তরুণদের সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে সহযোগিতা, গণমাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রচারণা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ে তথ্য কমিশন ও টিআইবি একযোগে কাজ করবে।

সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

রাজধানীর আগারগাঁও, ঢাকায় তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে তৎকালীন প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মো. গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে ৩০শে নভেম্বর ২০১৭ মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকারসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তিতে দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, ২০১৭ সালে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং তথ্য কমিশনে বিভিন্ন সময় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য কমিশনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে ৩০শে নভেম্বর ২০১৭ এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় —তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক দু'দিনব্যাপি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। -তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানি

২০১৭ সালে তথ্য কমিশনে মোট ৫৩০টি (স্ব-প্রণোদিত ৩টি অভিযোগসহ) অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ৪০৩ টি অভিযোগ শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে যা মোট অভিযোগের ৭৬.০৪%। ২০১৭ সনে শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৩১৬টি অভিযোগ এবং বছর শেষে অনিষ্পন্ন ৮৭টি অভিযোগ ২০১৮ সনে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর মধ্যে অবশিষ্ট ১২৭টি অভিযোগে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনপূর্বক পুনরায় অভিযোগ দাখিলের পরামর্শ দিয়ে অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কার্টার সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেরী অ্যান পিটার্স এবং গ্লোবাল এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পরিচালক লরা ন্যুম্যান ১৫ই মে ২০১৮ প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে তথ্য অধিকার আইন ও নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেন। -তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে বেশ কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান না করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তথ্য সরবরাহের আদেশ দেয়া হয়, ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। ■

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিএমসি)

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিএমসি) সরকারের একটি প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান। সরকারের সাথে জনগণের সরাসরি যোগসূত্র গড়ে তুলতে ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪টি উপজেলা তথ্য অফিসসহ মোট ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে সংবাদপত্র এবং বেতার-টেলিভিশনের সম্প্রচার আওতার বাইরের বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে এ অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে সরকারের নীতি, আদর্শ, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করাই এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রধানত আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকে। সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণের অভিমত, বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিক্রিয়া ফলাবর্তন (Feedback) সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও এ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সরকার পাবলিক রিলেশন্স ডাইরেক্টরেট-এর সাথে বাংলাদেশ পরিষদ, বিএনআর এবং মহিলা শাখাকে একত্রিত করে ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর গণযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠন করে। জেলা তথ্য অফিসসমূহের মাধ্যমে তখন থেকেই সরকার গৃহীত নীতিমালা ও উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

প্রচার-প্রকাশনা

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সরকারের সাফল্য, অর্জন ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিজস্ব কোনো প্রকাশনা নেই, তবে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পোস্টার, লিফলেট, সাময়িকী, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী এ অধিদপ্তর সারাদেশে প্রদর্শন ও বিতরণ করে থাকে।

৪ঠা জুন ২০১৮ ঢাকায় পিআইবি'তে 'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর আয়োজিত পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। এ সময় তথ্যসচিব আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন। –ডিএমসি

প্রচার কৌশল

- অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অডিওভিজ্যুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
- চলচ্চিত্র উৎসব
- উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান
- উঠান বৈঠক/ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ
- প্রেস ব্রিফিং
- পথ প্রচার/মাইকিং
- শিশু মেলা
- আলোচনা সভা / মহিলা সমাবেশ
- ভিডিও কলের মাধ্যমে উঠান বৈঠক
- নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় ই-সেবা বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে
- 'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প চলছে।
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বাস্তবায়ন, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনকরণে বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে
- ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল জেলায় মাদকের বিস্তার রোধ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা বিকাশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিমাসে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পথপ্রচার ও আলোচনা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বিশেষ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সকল তথ্য অফিস চলচ্চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশের উত্তরণের সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে ২০শে মার্চ ২০১৮ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক একযোগে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য রাখছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম। –পিআইডি

২৮শে অক্টোবর ২০১৭ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ মাঠে জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত 'সরকারের সাফল্য অর্জন ও উন্নয়ন ভাবনা' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। –পিআইডি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও পার্বত্য অঞ্চলে ৪টি উপজেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রম
১.	চলচ্চিত্র প্রদর্শন	১২,৮০১ টি
২.	ভ্রাম্যমান সংগীতানুষ্ঠান	৩,৩৬৭ টি
৩.	সড়ক প্রচার	১১,৫৬২ ইউনিট
৪.	পোস্টার/প্রচার পুস্তিকা বিতরণ	৩৫ লক্ষ ৫৯ হাজার
৫.	উঠান বৈঠক/ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ	৪,৭৩৫ টি
৬.	আলোচনা সভা/মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ নাটক/মহিলা সমাবেশ	৮৮৪ টি
৭.	শব্দযন্ত্র স্থাপন (পিএ কভারেজ প্রদান)	১৪,২০০ টি
৯.	প্রেসব্রিফিং/ভিডিও কনফারেন্স	৫,০২৪ টি
১০.	অনলাইন প্রচার	১,২৩৩ টি
১১.	শিশু মেলা	১০০ টি
১২.	এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন	০৯ টি
১৩.	এলইডি স্ক্রিন স্থাপন	০১ টি
১৪.	ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার	২০০ টি
১৫.	ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার	০২ টি

এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় আনন্দ শোভাযাত্রা, স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস

খুলনা জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত উঠান বৈঠক। –ডিএমসি

থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশের উত্তরণের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন এবং জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ দিবস উদযাপনে ঢাকাসহ সারাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

লক্ষীপুর জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠান। –ডিএমসি

হয়েছে। এসব প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে উন্নয়ন বার্তা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীতে অংশগ্রহণ। –ডিএমসি

জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত মহিলা সমাবেশ। –ডিএমসি

ব্রান্ডিং প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিংয়ের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক

কুমিল্লা জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উঠান বৈঠক। –ডিএমসি

ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষা এই ১০টি বিষয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ সময়ে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্রমিক নম্বর	কর্মসূচি	প্রাপ্ত বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা (বরাদ্দ অনুযায়ী)	অগ্রগতি
০১	স্কাইপ/ভিডিও কলের মাধ্যমে উঠান বৈঠক	৮০,৮২,৬০০/-	৮০,৮২,৬০০/-	৩৬৬ টি	৩৬৬ টি (১০০%)
০২	চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন			৮৮৪ টি	৮৮৪ টি (১০০%)

■

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

চলচ্চিত্র সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ'। এ প্রতিষ্ঠান ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস্ (FIAF)-এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৪১টি দেশের ফিল্ম আর্কাইভ এ সংস্থার সদস্য।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

চলচ্চিত্র তথা চলমান ইমেজে দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সময়কে সুবিন্যস্ত ও বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ ও বিকাশ করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

দেশি-বিদেশি দুষ্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র সামগ্রী সংগ্রহ এবং পদ্ধতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সংগৃহীত ছায়াছবি প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার, ছায়াছবির ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদির আয়োজন এবং ফিল্ম সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, বুলেটিন, ক্যাটালগ, সিনোপসিস, সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনি ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে সুস্থ ও বিনোদনধর্মী ছায়াছবি বিকাশে অবদান রাখা বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যাবলি

(ক) দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক উৎস থেকে চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সামগ্রী সংগ্রহ করা।

(খ) সংগৃহীত চলচ্চিত্র ফিল্ম-ভল্টে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ এবং চলচ্চিত্র সামগ্রী সংরক্ষণ করা।

(গ) দুষ্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সামগ্রী মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মার্চ ২০১৮ গণভবনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সংরক্ষণে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনেস্কোর সনদপত্র বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে হস্তান্তর করেন –পিআইডি

(ঘ) দীর্ঘকালীন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সংগৃহীত চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সামগ্রী সময়ে সময়ে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে পুনর্মুদ্রণ করা।

(ঙ) চলচ্চিত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রকাশনা, গানের বই, পোস্টার, প্রচারপত্র, স্থিরচিত্র, পাণ্ডুলিপি ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(চ) আর্কাইভের সংগ্রহ থেকে নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

(ছ) আর্কাইভ এবং চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিশেষায়িত লাইব্রেরিতে চলচ্চিত্রসেবীদের পড়াশুনার সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

(জ) চলচ্চিত্রের ওপর সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং পোস্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(ঝ) দেশে বিদেশি ছায়াছবি এবং বিদেশে দেশীয় ছায়াছবি প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা।

(ঞ) চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

(ট) চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

জনবল : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের জনবল সংখ্যা মাত্র ৪৮ জন। তন্মধ্যে ১ জন মহাপরিচালক, ১ জন পরিচালক, ২ জন নন-গেজেটেড প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৩৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী রয়েছেন। এত স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে না বিধায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় হতে আরো ৫০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পদগুলো পূরণ করা হলে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রিন্ট সংগ্রহ	:	১৮০টি
পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ডিউপ নেগেটিভ সংগ্রহ	:	০৩টি
প্রামাণ্যচিত্রের প্রিন্ট সংগ্রহ	:	৫০টি
প্রামাণ্যচিত্রের নেগেটিভ সংগ্রহ	:	০২টি
সংবাদচিত্রের প্রিন্ট সংগ্রহ	:	১৫টি
চলচ্চিত্র বিষয়ক বই সংগ্রহ	:	১৪০টি
ফটোসেট সংগ্রহ	:	১৪৭টি
ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	:	৩৩০টি
চলচ্চিত্রের পোস্টার সংগ্রহ	:	২৫৫টি
সাময়িকী ও অন্যান্য সংগ্রহ	:	১৮০টি
সংগৃহীত চলচ্চিত্র মেরামত, পরিষ্কার ও পরীক্ষা	:	৭৯২টি
চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টেশন তৈরি	:	০৬টি
নিউজ ক্লিপিং সংগ্রহ	:	৮৮০টি
ঝুঁকিপূর্ণ চলচ্চিত্র ডিভি-ক্যামে রূপান্তর করা	:	৩২টি
চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ	:	০৫টি
জার্নাল প্রকাশ	:	০২টি (বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল ১৩তম ও ১৪তম সংখ্যা)
গবেষণা কর্ম সম্পাদন	:	১০টি
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী	:	৯৬টি
সেমিনার	:	১৬টি

(-) ৪°সে. তাপমাত্রায় ফিল্ম ভল্টে সংরক্ষিত নেগেটিভ। –ফাইল ছবি

(+) ৮°সে. তাপমাত্রায় ফিল্ম ভল্টে সংরক্ষিত প্রিন্ট। –ফাইল ছবি

বাজেট বরাদ্দ: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের অনুকূলে মোট বাজেট বরাদ্দ ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ: প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ দেশি এবং বিদেশি চলচ্চিত্র সংগ্রহ করে আসছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম ভল্টে (Film Vault) এ পর্যন্ত ৩,৪২১টি দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্রের প্রিন্ট ও নেগেটিভ। এছাড়াও ডিভিডি/সিডি ফরমেটে ২,৯৫৯টি চলচ্চিত্র এ দপ্তরের সংগ্রহে রয়েছে। এগুলো জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অমূল্য দলিল। সংগৃহীত চলচ্চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে : মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬), আসিয়া (১৯৬০), নদী ও নারী, পালঙ্ক, তিতাস একটি নদীর নাম, জীবন থেকে নেয়া, স্টপ জেনোসাইড, এ স্টেট ইজ বর্ণ, ওরা এগারো জন, আলোর মিছিল, হাঙর নদী গ্রেনেড, সুজন সখী ও আগুনের পরশমনি, ভারতে নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে দেবদাস (১৯৩৫), পথের পাঁচালী ও অপুর সংসার, রাশিয়ায় নির্মিত ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, মাদার ও অক্টোবর, বুলগেরিয়ার ব্ল্যাক এঞ্জেলস, জাপানের রাশোমন, হাঙ্গেরির গোল্ডেন কাইট, চিনের টুংজুন জুঁই, ফ্রান্সের ওয়েজেস অব ফিয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লাইব্রেরির দ্রব্যাদি সংগ্রহ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের লাইব্রেরিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৬ হাজারের অধিক চলচ্চিত্র বিষয়ক বই, চলচ্চিত্রের পোস্টার, স্যুটিং স্ক্রিপ্ট, জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি সংগৃহিত হয়েছে।

ফিল্ম চেকিং ও পরিষ্কার : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্রসহ সকল চলচ্চিত্র নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সংগৃহিত কোনো চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্র সামগ্রী যদি সংরক্ষণ উপযোগিতা হারায় বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে সেগুলো পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবছর বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষিত প্রায় ২৫০-৩০০টি চলচ্চিত্র পরীক্ষা ও পরিষ্কার করা হয়।

(±) ০°সে. তাপমাত্রায় ফিল্ম ভল্টে সংরক্ষিত প্রিন্ট। –ফাইল ছবি

লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত স্ক্রিপ্ট। -ফাইল ছবি

চলচ্চিত্র প্রদর্শন : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রজেকশন হলে প্রতি সপ্তাহে ১টি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ কর্মসূচির অধীনে প্রতিবছর প্রায় ৭০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ অধিদপ্তরে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যন্ত মোট ৭০টি গবেষণাকর্ম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক জার্নাল প্রকাশ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে নিয়মিতভাবে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল' প্রকাশ করে আসছে। এর ১৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন: চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১৫টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে।

সংরক্ষিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সংরক্ষণে থাকা অনেক চলচ্চিত্রের স্থায়িত্বকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪০৯টি চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টরি তৈরি: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টরি তৈরি করে আসছে। উক্ত কর্মসূচির অধীনে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টরি তৈরি করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্রের ওপর এবং চলচ্চিত্রের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স এবং উচ্চতর ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে ৭টি ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স এবং ২টি উচ্চতর ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স সমাপ্ত হয়েছে। প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষার্থী এসব কোর্স থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। এদের মধ্যে অনেকে এখন দেশের নেতৃস্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ এসব কোর্সে পাঠদান করে থাকেন। কোর্সের আওতায় এ পর্যন্ত ৩টি প্রশিক্ষণ ফিল্ম নির্মিত হয়েছে।

৪ঠা মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আয়োজিত সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক শচীন্দ্র নাথ হালদার। –বিএফএ

ফিল্ম আর্কাইভের আধুনিকায়ন

ক. অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০০৭-১২ মেয়াদে প্রায় ২২.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক ফিল্ম স্ক্যানার, ফিল্ম রেকর্ডার, ফিল্ম রেস্টোরেশন ইউনিট, ফিল্ম ক্লিনিং মেশিন, কালার কারেকশন ইউনিট, ফিল্ম এডিটিং এন্ড রিওয়াইন্ডিং মেশিন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ফিল্ম আর্কাইভের কারিগরি কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের নিজস্ব ভবন

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ) ও জিওবি এর অর্থায়নে ৮৬.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১১-১৭ মেয়াদে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আগারগাঁও প্রশাসনিক জোনে প্রায় ১.১২ একর জমির ওপরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ফিল্ম আর্কাইভের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে। এর পাশাপাশি অত্যাধুনিক ফিল্ম ভল্ট (-৮°সে. থেকে +১২° সে.), ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম, ৩০০ আসন বিশিষ্ট প্রজেকশন হল, ১২০ আসন বিশিষ্ট সেমিনার কক্ষ, সুপরিসর ডুপ্লেক্স লাইব্রেরি, অত্যাধুনিক ফিল্ম ল্যাবরেটরি, ফিল্ম মিউজিয়াম ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। তখন থেকেই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আগারগাঁওস্থ নতুন ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৭ই মে ২০১৮ ঢাকায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করেন। -পিআইডি

গ. মুক্তিযুদ্ধের অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের 'দেশি-বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ৭১ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. ২০২১ সালে ঢাকায় ফিআফ সম্মেলন ও ফিআফ সামার স্কুল

বিশ্বের ফিল্ম আর্কাইভসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ফিআফ (Federation of International Film Archives- FIAF)। প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ফিআফের সদস্যপদ লাভ করে। ফিআফ-এর ৭৭তম কংগ্রেস ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৮ সালে চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে অনুষ্ঠিত ৭৪তম ফিআফ কংগ্রেসে ভোটে এ সিদ্ধান্ত হয়। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে বাংলাদেশে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের ৭৫ দেশের প্রায় চার শতাধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া ফিআফ সামার স্কুলে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করছে।

ঙ. চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংরক্ষণের গৌরবময় দায়িত্ব পালন করেছে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনেস্কো বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে সনদপত্র প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক শচীন্দ্র নাথ হালদার সনদটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করেন।

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Memory of the World

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications

(Institution)

Dhaka (Town) — *Bangladesh* (Country)

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017 (Date)

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংরক্ষণে অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে প্রদত্ত ইউনেস্কো সনদপত্র। —বিএফএ

চ. ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

গত ১৭ই মে ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা, সেমিনার, দিনব্যাপী ধ্রুপদী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং পোস্টার ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ■

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮-এর মাধ্যমে এদেশে চলচ্চিত্র সেন্সরের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ১৯৫২ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড নামকরণটি করা হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে।

বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতির বিকাশ এবং উন্নত জাতি গঠন ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সারাবিশ্বে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সমাদৃত। চলচ্চিত্র মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। সুস্থ চলচ্চিত্র যেমন জীবনের কথা বলে মানুষকে জীবনমুখী হতে শেখায়, তেমনি অসুস্থ চলচ্চিত্রের প্রভাব মানুষ ও সমাজকে বিপদগামী করতে পারে। তাই চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে যারা সংযুক্ত তাদের বিশেষ দায়বদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সেই দায়বদ্ধতা থেকে চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে চলচ্চিত্র পরীক্ষণের জন্য ১৫ (পনেরো) সদস্যবিশিষ্ট একটি বিজ্ঞ সেন্সর বোর্ড রয়েছে। বোর্ড বিদ্যমান সেন্সর আইন, বিধিমালা ও কোড অনুসরণে সেন্সর কার্য সম্পাদন করে থাকে। সম্মানিত তথ্যসচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন।

বোর্ডের কার্যাবলি

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের প্রধান কাজ জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত হবে এমন সকল চলচ্চিত্র ট্রেইলার, বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করে সেন্সর সনদপত্র প্রদান এবং সনদপ্রাপ্ত সকল চলচ্চিত্রের কপি সংরক্ষণ
- সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী যেমন- পোস্টার, ফটোসেট, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড ইত্যাদির অনুমোদন দেওয়া এবং চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি বাস্তবায়ন করা
- সেন্সরশিপ আইন ও বিধির লঙ্ঘন এবং সিনেমা প্রদর্শনে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকর ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত জুরি বোর্ডকে চলচ্চিত্র পরীক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন কাজে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা
- চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) আইন-২০১১ অনুযায়ী 'চলচ্চিত্র সংসদ' (ফিল্ম ক্লাব) নিবন্ধন করা।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম

ক. সনদপত্র জারি

এ দপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ মে ২০১৮ পর্যন্ত ৬৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ও ৬৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র, ৩৪টি বাংলা চলচ্চিত্রের টেইলার, ৫টি বিজ্ঞাপনচিত্র সেন্সরপূর্বক সনদপত্র জারি করেছে এবং ৮টি চলচ্চিত্রের সেন্সর আবেদন বাতিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিমসটেক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ এবং ষোড়শ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের লক্ষ্যে ২০৮টি চলচ্চিত্র সেন্সরপূর্বক সনদপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩টি প্রচার সামগ্রী (পোস্টার) অনুমোদন এবং ৪টি চলচ্চিত্রের আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

খ. পরিদর্শন/অশ্লীলতা বিরোধী কার্যক্রম

এ পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানের ২৩৪টি সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ও বিধি কঠোরভাবে প্রযোগ করা হচ্ছে। পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে আইন ও বিধি লংঘনকারী চলচ্চিত্রগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে সারাদেশে ২৩৪টি সিনেমা হল পরির্দশন করা হয়েছে।

অনুমোদনবিহীন পোস্টার দ্বারা প্রচারকার্য চালানোর দায়ে ৩টি চলচ্চিত্রের প্রযোজককে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা, সেন্সরবিহীন চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের অশ্লীল দৃশ্য ও অশ্লীল প্রচার সামগ্রীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড তৎপর রয়েছে।

গ. রাজস্ব আয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর ব্যতিত রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ মে ২০১৮ পর্যন্ত চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ ৩২,১৭,৫০০/- (বত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশত) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩১ মে ২০১৮ পর্যন্ত এ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ৬৯.০৬ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ঙ. ই-জিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা সহ e-Tender ব্যবস্থা প্রবর্তনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে e-Tender এর মাধ্যমে ১টি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

চ. ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি উন্নয়ন

- ❖ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ৩১ মে ২০১৮ পর্যন্ত ৪৫.০৭% নথি ই-ফাইলিং সিস্টেমে নিস্পত্তি করা হয়েছে
- ❖ চলচ্চিত্র সেন্সরের জন্য মূল আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণের ব্যবস্থাসহ অনলাইনে আবেদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে
- ❖ এ দপ্তরের ওয়েব পোর্টালকে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে
- ❖ আইসিটি সংক্রান্ত উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে সেন্সর বোর্ডের কর্মকর্তা ও আইসিটি সম্পৃক্ত কর্মচারীদের কম্পিউটারভিত্তিক জ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ❖ এ দপ্তরে ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছে
- ❖ বোর্ডের Citizen Charter এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd-তে নিয়মিত সন্নিবেশিত করা হচ্ছে
- ❖ BanglaGov.net প্রকল্পের আওতায় এ দপ্তরে একটি উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

ছ. সরকারি সেবা সহজিকরণ

চলচ্চিত্রের সেন্সর আবেদন দাখিল : কোনো চলচ্চিত্রের সেন্সর সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করতে হয়। নির্ধারিত আবেদন ফরমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আবেদন ফরম-১। বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সেবা গ্রহীতাগণ সশরীরে না এসে চলচ্চিত্রের সেন্সর আবেদন ফরম-১ অনলাইনে দাখিল করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি নির্ধারণের জন্য অনলাইন ক্যালকুলেটর ব্যবহার: সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd এ চলচ্চিত্রের সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি নির্ধারণের জন্য একটি অনলাইন ক্যালকুলেটর চালু করা হয়েছে। এখন এ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সেবা গ্রহীতাগণ কেবল চলচ্চিত্রটির দৈর্ঘ্য বা চলমান সময়ের তথ্য দিয়ে ঘরে বসেই চলচ্চিত্রের সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি নির্ধারণ করতে পারেন।

এসএমএসের ব্যবহার : কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের জন্য সেন্সরসূচিভুক্ত হলে উক্ত সেন্সরসূচি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজককে পত্র ও টেলিফোনের পাশাপাশি এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হয়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা সেন্সরসূচি জানতে পারেন।

সেবাপ্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের কার্যালয় রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় সেন্সর সদনপত্রের আবেদনপত্রসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়।

ওয়েবসাইটের ঠিকানা: www.bfcb.gov.bd; ই-মেইল ঠিকানা: vicechairman@bfcb.gov.bd., secretary@bfcb.gov.bd এবং secretarybfcb@yahoo.com; টেলিফোন নম্বর: ভাইস চেয়ারম্যান-৯৩৩২৪২৭, সচিব-৯৩৩০২১৮, পরিদর্শক-৯৩৩১৩৯ এবং ফ্যাক্স নম্বর: ৯৩৩৯২৮৫ ■

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ই জুন ২০১৮ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের মাঝে কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ করেন। - পিআইডি

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রধানত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এ প্রতিষ্ঠানের কাজ। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম

সংবাদকর্মী, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকতায় আগ্রহী তরুণদের জন্য বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক ই-লার্নিং প্লাটফর্ম চালু হয়েছে।

প্রথমবারের মতো চালু হওয়া অনলাইনে সাংবাদিকতা শিক্ষা বিষয়ক 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন বেসিক জার্নালিজম ও অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন টেলিভিশন জার্নালিজম' শীর্ষক দুটি কোর্সে সাংবাদিকসহ বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যথাক্রমে ১৮৭৫ জন ও ৭৪৯ জনসহ মোট ২৬২৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে চারমাস নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুটি কোর্সে যথাক্রমে ৪৮৫ জন ও ২১৫ জনসহ মোট ৭০০ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

এছাড়া তিনমাস মেয়াদি 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ও অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম' শীর্ষক আরো দু'টি কোর্স ১লা মে ২০১৮ তারিখে চালু হয়েছে। এ দু'টি কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ১,৬১৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন বেসিক জার্নালিজম' ও 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন টেলিভিশন জার্নালিজম' শীর্ষক দুটি কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ১,১৯৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু –পিআইবি

'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন বেসিক জার্নালিজম' ও 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন টেলিভিশন জার্নালিজম' শীর্ষক দুটি কোর্সে চারমাস নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান

ক) বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক ই-লার্নিং প্লাটফর্মের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে গত ২৯শে আগস্ট, ২০১৭ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন তথ্যসচিব মরতুজা আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের (এটুআই) জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা।

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০১৭-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে পুরস্কার বিজয়ীরা –পিআইবি

খ) ২০১৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট' শিরোনামের গবেষণাকর্ম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান। সভাপতিত্ব করেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার।

কমিউনিটি রেডিও-এর সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দের সাথে প্রশিক্ষণার্থীরা –পিআইবি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১১ই জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় পিআইবি মিলনায়তনে 'সংবাদবোধ এবং পাঠকের ধারণা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতা করেন। - পিআইডি

গ) ২০১৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : তৃতীয় খণ্ড: ষাটের দশক: দ্বিতীয় পর্ব' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক প্রয়াত গোলাম সারওয়ার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম

গবেষণাকর্ম

১. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড : ষাটের দশক : তৃতীয় পর্ব
২. Coverage of Public Health Issues in National Newspapers of Bangladesh
৩. বাংলাদেশের অনলাইন নিউজ পোর্টালের ধারণা ও আধেয়
৪. 'ঘটনাপঞ্জি ২০১৮ : বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ' গ্রন্থনা করা হয়েছে। পঞ্জিকা বছরভিত্তিক ঘটনাপঞ্জি গ্রন্থনা করে বই আকারে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

নিউজ ক্লিপিং

জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কলাম, ফিচার এর ক্লিপিং সংরক্ষণ করা হয়। ১৬৩টি শিরোনামে ক্লিপিং এর হার্ডকপি ইতোমধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার

বর্তমানে পিআইবির গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ১২,৫২৩টি। গ্রন্থাগারের জন্য ১৬৮টি বই কেনা হয়েছে এবং ৬৪টি বই সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাওয়া গেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও গ্রন্থাগারে যথারীতি ২৫টি দৈনিক পত্রিকা বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটকে 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং কর্মসূচির জন্য ১০ লক্ষ টাকার বাজেট প্রদান করা হয়। পিআইবি এ অর্থ থেকে খুলনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ ৩টি বিভাগীয় শহরে স্থানীয় সাংবাদিক ও অপিনিয়ন লিডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এ ছাড়া পিআইবি নিজস্ব খরচে চট্টগ্রামেও এ ধরনের একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এ মতবিনিময় সভায় ব্রান্ডিং বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও পিআইবি প্রকাশিত 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বিষয়ক গণমাধ্যম সহায়িকা বিতরণ করা হয়। পিআইবির নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে এ সভার আয়োজন করায় অর্থ সাশ্রয় হয়। ব্রান্ডিং বিষয়ক ই-লার্নিং কোর্স ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বাস্তবায়ন করা যায়নি। এ বাবদ বাজেট বরাদ্দ থেকে ৩,১৭,৬৫৫/- (তিন লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) টাকা ব্যয় হয় এবং অব্যয়িত ৬,৮২,৩৪৫ (ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা ফেরত দেওয়া হয়। ■

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (এনআইএমসি)

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (এনআইএমসি) মূলত একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মিডিয়া সংশ্লিষ্ট পেশাদারী প্রশিক্ষণ প্রদান আয়োজন করা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অন্যতম দায়িত্ব। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ২০১৭–১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণ শাখার কার্যাবলি (Functions)

১. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হলো- প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান শাখা। এ শাখার প্রধান কাজ হলো- প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি গ্রহণ, প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে মডিউল হালনাগাদপূর্বক পুনরায় প্রশিক্ষণ অয়োজন করা।

২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শাখা থেকে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এবং পিজিডিবিজে-এর ব্যাচ-২ এবং ব্যাচ-৩ -এর শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান শাখা প্রশিক্ষণ প্রকৌশল ও প্রশাসন শাখার সাথে সমন্বয় করে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকে কিংবা আয়োজনে সক্রিয় থাকে।

৪. প্রশিক্ষণ সম্পাদন ছাড়াও এ শাখার পরিচালক এপিএ বা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং তার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক) প্রেরণ করা হয়।

৫. 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' বা 'এসডিজি'-এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রকৌশল, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা সহ 'এসডিজি'র সার্বিক বিষয়ে মহাপরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ করা হয়।

৬. এ ইনস্টিটিউটের জার্নাল প্রকাশনা কমিটিতে প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক একজন সদস্য এবং সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ) নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে জার্নাল প্রকাশনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

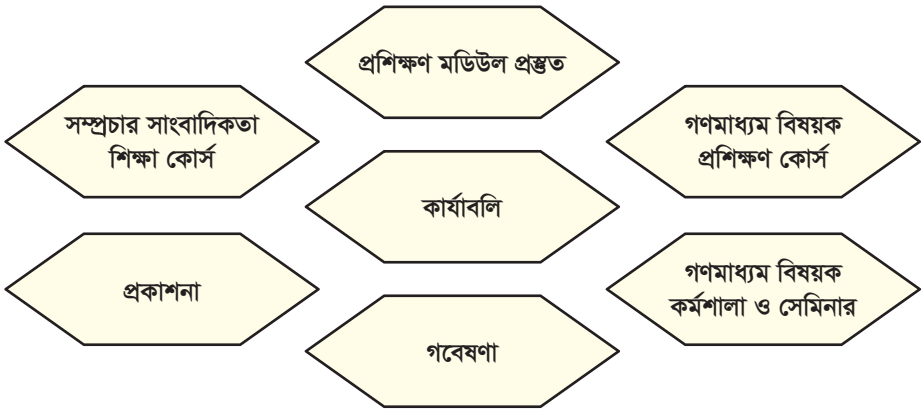

প্রশিক্ষণ শাখার কার্যাবলির চার্ট

প্রশিক্ষণ প্রকৌশল শাখার উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ

১. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ শাখা হতে মোট ১৩ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এবং পিজিডি বিজে-এর ব্যাচ ০১ এর শিক্ষা কার্যক্রম এ শাখার সরাসরি তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে।

৩৪ তম বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান –এনআইএমসি

২. এ শাখার মাধ্যমে 'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম' প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, কমিউনিটি বেতারের কলাকুশলীসহ ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মকর্তাদের এ শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৩. এ শাখার মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রশিক্ষণপঞ্জি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৪. এসডিজি সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ করা হয়।

৫. AIBD, ABU এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ এ শাখার মাধ্যমে করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে রক্ষণ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ

১. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের টিভি স্টুডিও, বেতার স্টুডিও এবং অন্যান্য কারিগরি এলাকায় প্যাকেজ টাইপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপনের জন্য একতলা ভিত বিশিষ্ট সিঁড়িসহ আরসিসি স্লাব (বেইজ) নির্মাণ।

২. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন প্যাকেজ টাইপ কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সরবরাহ ও প্রতিস্থাপনে সর্বমোট ব্যয় ৬৬,২৪,৫৮১.৪৩৩/- (ছিষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকা।

৩. ডরমেটরির ৬টি রুমে টাইলস্ স্থাপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের গবেষণা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলি

১. 'Impact of Wide Publicity in mass-media in creating awareness and motivating the poor parents against child labour' শীর্ষক প্রকাশনা বের করা হয়েছে।

২. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের 'প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রায়োগিক পাঠ্যধারার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের চাহিদা নিরূপণ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়েছে।

৪. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল ২য় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

৫. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

৬. গত ৩১.০৫.২০১৮ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।

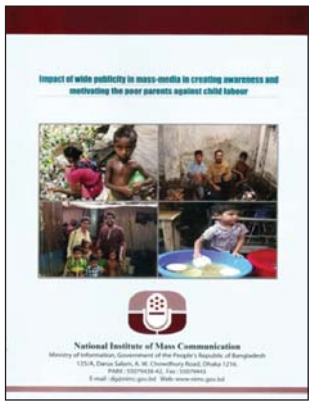

Impact of wide publicity in mass-media in creating awareness and motivating the poor parents against child labour

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট নিউজ লেটার

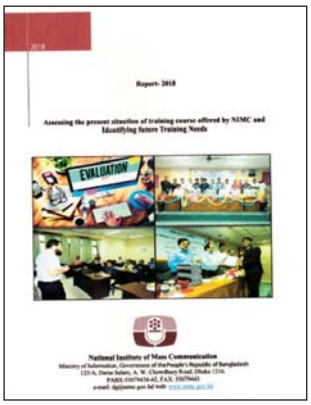

Assessing the present situation of training course offered by NIMC and Identifying future Training Needs

৭. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৪টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৮২ জন পুরুষ ও ১২৮ জন মহিলাসহ মোট ৫১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ১৪টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩২০ জন পুরুষ ও ৬৯ জন মহিলাসহ মোট ৩৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এবং ৩১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৫৪২ জন পুরুষ ও ২৯৬ জন মহিলাসহ মোট ৮৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. ১৭টি সিসি ক্যামেরা, ৮টি ল্যাপটপ ও ৭টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

৯. রাজস্ব খাতে ১টি ও প্রকল্পখাতে ১টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

১০. ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০২ জন কর্মচারির পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

গণমাধ্যমে শিশুদের অংশগ্রহণ বিষয়ক দলীয় আলোচনা –এনআইএমসি

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজিত কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি তথ্যসচিব আবদুল মালেক। -এনআইএমসি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বিষয়ক প্রতিবেদন

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) টি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মশালা ০৫ (পাঁচ) টির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

খেলাধুলায় প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ –এনআইএমসি

১। ১২-১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সমূহের কর্মকর্তা ও কমিউনিটি রেডিও-এর প্রতিনিধিসহ মোট ২৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

১৮ই এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে '৩য় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স' সমাপন ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। - পিআইডি

২. ১৭-১৯ শে এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় গণমাধ্যম ইনাস্টটিউটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সমূহের কর্মকর্তা ও কমিউনিটি রেডিও-এর প্রতিনিধিসহ মোট ২৩ জন অংশগ্রহণ করেন।

৩. ২০-২২ শে এপ্রিল ২০১৮ দিনাজপুর জেলার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং-এর বিশেষ ধরনের ফিচার তৈরির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মোট ২৭ জন গণমাধ্যকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

৪. ০৭-০৯ ই মে ২০১৮ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' এর কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা ও কমিউনিটি রেডিও-এর প্রতিনিধিসহ মোট ২৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

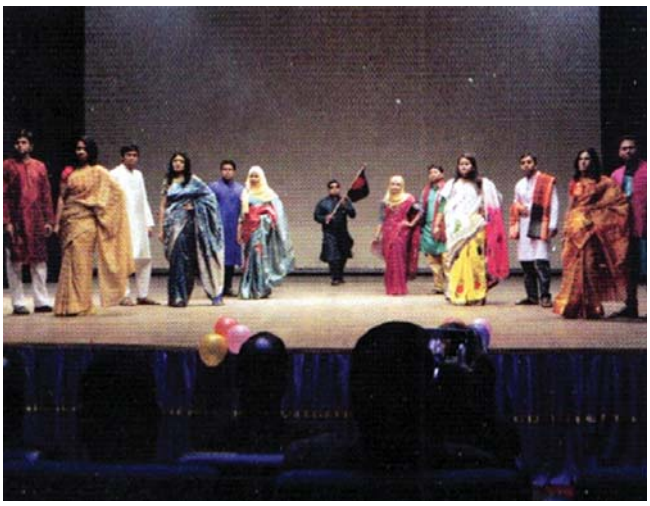

বিসিএস বুনিয়াদী কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মেস নাইট অনুষ্ঠান - এনআইএমসি

৫. ২৩-২৫শে জুন ২০১৮ বান্দরবান জেলার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং-এর পরিবেশ সুরক্ষার ওপর বিশেষ ধরনের ফিচার তৈরির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বান্দরবান জেলার ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ২৫ জন জেলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ■

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রে যে স্বর্ণালি অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন তারই সার্থক রূপায়ন 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)'। জাতীয় সংসদে ২০১৩ সালের ২৩ নম্বর আইন হিসেবে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন-২০১৩ পাশ হয় এবং ২০১৩ সালের ১লা নভেম্বর এ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্স'-এর উদ্‌বোধন করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং প্রোডাকশন (ডিপ্লোমা ফিল্ম ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান) নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া বিসিটিআই থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ, সিটিজেন চার্টার, স্যুভেনির, পরিচিতিমূলক পুস্তিকা, জার্নালসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের হচ্ছে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বেলুন উড়িয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের 'স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স'-কে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রিতে রূপান্তরের প্রস্তাবে ইতোমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এ সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করলে এ ইনস্টিটিউট উচ্চতর ডিগ্রি ও উচ্চতর গবেষণা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবে। বিসিটিআইয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার জন্য কল্যাণপুরে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৪.৪৭ একর জমিতে বর্তমানে স্থাপত্য নকশা ও প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপিএ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে ০২ (দুই) বছর মেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি এবং ০১ (এক) বছর

মেয়াদি স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি কোর্স সম্পন্ন করেছেন ৭৫ জন। এ অর্থবছরে বিসিটিআই ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ, ইউনেস্কো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (ISSN 24156639) ২টি জার্নাল এবং ২টি চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৪৩ টি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে।

এক নজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রম	বিষয়	কোর্সের ধরণ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	৩য় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে অভিনয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স	স্বল্পমেয়াদী	২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮- ২৭ শে মার্চ ২০১৮	১৩ জন	সম্পন্ন
০২.	৩য় প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ কোস	স্বল্পমেয়াদী	১৫ ই এপ্রিল ২০১৮- ১৫ ই মে ২০১৮	২৩ জন	সম্পন্ন
০৩.	৩য় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স	দীর্ঘমেয়াদী	২৫ শে জুলাই ২০১৬- ৩০ শে জুন ২০১৮	১৫ জন	সম্পন্ন
০৪.	৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স	দীর্ঘমেয়াদী	১৭ ই আগস্ট ২০১৭- ৩০ শে জুন ২০১৯	১৬ জন	চলমান
০৫.	৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স	স্বল্পমেয়াদী	২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮- ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৩ জন	চলমান
০৬.	১ম চিত্রনাট্য লিখন প্রশিক্ষণ কোর্স	স্বল্পমেয়াদী	২৭ শে মে ২০১৮- ৭ ই জুন ২০১৮	২৪ জন	সম্পন্ন
			মোট =	**১১৪ জন**	

৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের শব্দ ধারণ বিষয়ক কর্মশালা –বিসিটিআই

সমঝোতা চুক্তি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষক এবং প্রথিতযশা চলচ্চিত্র পরিচালক ও কলাকুশলী বিনিময়ের লক্ষ্যে গত ২০শে জুন ২০১৭ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১ বছর মেয়াদি চুক্তিটি ২ বছর মেয়াদে পুনঃনবায়নের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষাসফর

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স-এর পাঁচদিনব্যাপী 'চলচ্চিত্র পারিপার্শ্বিক শব্দ' বিষয়ক কর্মশালা এবং ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ (প্রযোজনা) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী ব্যবহারিক কর্মশালা (outdoor shooting) বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫ই এপ্রিল ২০১৮ অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল সিনেমা: নন্দনতত্ত্বের পুনর্বিবেচনা' শীর্ষক সেমিনার –বিসিটিআই

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম প্রতিবেদন

- চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত পাঠদান কার্যক্রমে 'বাংলাদেশ ও উন্নয়ন উদ্যোগ' শীর্ষক মডিউলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্র্যান্ডিং বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ইনস্টিটিউটের ক্লাসসমূহের সিডিউলভুক্ত রয়েছে। এ বছর ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ১টি সেমিনার ও ২টি ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে
- বিসিটিআই প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউলে নারী ও শিশুর প্রতি বৈষম্য রোধ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌন হয়রানি বন্ধ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অটিজম ও প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক ১টি সেমিনার ও ২টি ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে।

উপসংহার

নবসৃষ্ট বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই) বাংলাদেশে এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। ফলে দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক, সাংগঠনিক, অবকাঠামোগত বিষয়সমূহের ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ খুবই সীমিত। প্রতিষ্ঠানটি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকাশনার মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জন্য যোগ্য ও দক্ষ নির্মাতা ও কলাকুশলী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিসিটিআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ■

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল উপস্থাপন করেন। এর ফলে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশে শুরু হয় চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা। ঐতিহাসিক এ দিনকে স্মরণ করে সরকার ৩ এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ঘোষণা করেছে। ২০১২ সাল হতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। ২০১২ সালের ৩রা এপ্রিল চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে শিল্প সুবিধা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

'বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম

দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচির আওতায় 'বিএফডিসির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১২-জুন ২০১৭ মেয়াদে শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৩.০২ কোটি টাকা।

এই প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ৮টি ডিজিটাল ক্যামেরা, বিভিন্ন প্রকারের ১৮টি লেন্স, ৪টি র'প্রসেসিং ইউনিট, ২ সেট ক্যামেরা ট্রলি, ২টি সেট ডিজিটাল অডিও ডাবিং মিক্সিং এবং রি-রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি, ১টি অপটিক্যাল সাউন্ড ট্রান্সফার মেশিন, ৫ সেট ডিজিটাল এডিটিং মেশিন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ১ সেট কালার গ্রেডিং স্যুট, ১ সেট ডিজিটাল ডাটা স্টোরেজ, ডিসিআই এনকোডার, ডিসিআই ডেলিভারি ও প্রজেকশন ইউনিট, ২২৫টি বিভিন্ন প্রকার লাইট, ১ সেট সিকিউরিটি সরঞ্জাম, ২০টি কম্পিউটার ও ১০টি ল্যাপটপ সংগ্রহপূর্বক স্থাপন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় বিএফডিসি'র বিভিন্ন ফ্লোর এবং অবকাঠামো সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণে নিম্নোক্ত সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে :

* ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছবি নির্মাণ ও সম্পাদনার ফলে ভিশন-২০২১ এ ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের অঙ্গিকার বাস্তবায়িত হয়েছে

* ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ডিজিটাল কর্মী তৈরি হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষমতা অর্জন করছে

* বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করেছে

* বিএফডিসি'র আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিএফডিসি'র আর্থিক সংকট দূরীকরণে সহায়ক হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি (পর্যায়-১) বাস্তবায়ন

২০১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার অদূরে কবিরপুরে ১০৫ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি (পর্যায়-১)' বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। তদনুয়ায়ী ডিসেম্বর ২০১৫ সালে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৮০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল, অফিস কাম ডরমিটরি ভবন, বাগান, রেস্টুরেন্ট, পুকুর ও লেক ঘাট, গ্রাম্য বাড়ি ও বাজার, ব্রিজ এবং প্লাটফর্ম ও সেড সহ বিভিন্ন সুটিং স্পট অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। ব্যাটারি কন্ট্রোল কার, ব্যাটারি কন্ট্রোল বোট প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়েছে। স্ট্রিট লাইটসহ বৈদ্যুতিক কাজ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেবার মান এবং কারিগরি দক্ষতা বিশ্বমান অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।

৩রা এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্যসচিব আবদুল মালেক এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। –পিআইডি

ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের নির্দেশিকা প্রবর্তন ও সেবার হার পুনঃনির্ধারণ

বিএফডিসিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের নির্দেশিকা ও পুনঃনির্ধারিত সেবার হার ০১.০৮.২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। বিএফডিসিতে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণে সাধারণ সুবিধার আওতায় জামানত ২,০০,০০০/- টাকা (ক্যামেরা ব্যতীত), ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি সহ সাধারণ সুবিধার আওতায় জামানত ৩,০০,০০০/- টাকা, নগদ ভিত্তিতে জামানত ১,০০,০০০/- টাকা এবং বিজ্ঞাপন ও নাটক নির্মাণে জামানত ২৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে পূর্বের ধার্যকৃত কুশলীদের অধিকাল ভাতা ২২.১২.২০১৫ থেকে রহিতকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে চলচ্চিত্র নির্মাণে কুশলী/কর্মচারীদের কোনো অধিকাল ভাতা প্রযোজকগণকে প্রদান করতে হয় না।

দেশীয় চলচ্চিত্র বিকাশে চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদান প্রদান

(ক) ২০০৯-১৭ পর্যন্ত ৬১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯টি চলচ্চিত্র নির্মাণে বিএফডিসি সেবা প্রদান করেছে। ২০০৯-১০ সালে এক্ষেত্রে সরকারি অনুদান ছিল ১৯,২০,০০০/- টাকা। ২০১৫-১৬ সালে উক্ত অনুদান সর্বোচ্চ ৬০,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুদানের কোনো ছবি তালিকাভুক্ত হয়নি।

চলচ্চিত্রে পাইরেসি নিয়ন্ত্রণ

অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন ও পাইরেসি নিয়ন্ত্রণে 'টাস্কফোর্স' গঠিত হয়েছে। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য 'মনিটরিং সেল' গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং সেল এ যাবৎ ২০টি সভা করে টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। ফলে চলচ্চিত্রের পাইরেসি অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

২০১৫ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২৪.০৭.২০১৭ তারিখে সাফল্যের সাথে আয়োজন ও সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকার মিরপুরের ভাষানটেকে 'বিএফডিসি স্কয়ার' নির্মাণ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মিরপুরের ভাষানটেকে ১.০০ একর জমিতে বিএফডিসি স্কয়ার (বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স) নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে উচ্চতা সম্পর্কিত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বিএফডিসি গেইট সংলগ্ন জমিতে 'বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ'

বিএফডিসির গেট সংলগ্ন ৪.৭০ বিঘা জমির ওপর একটি বহুমূখী বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪৫৪.০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিএফডিসির চলমান আর্থিক সংকট বহুলাংশে দূর হবে। ■

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) দেশের ও বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদনা করে কম্পিউটারাইজড নিউজ নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রসমূহের নিকট ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পরিবেশন করছে।

বাসস দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংবাদদাতাদের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদসহ সকল ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করে এবং বাসস'র প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকগণ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করে থাকে।

এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থার সাথে চুক্তির আওতায় আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহ করে সকল সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ ও প্রচার করে যাচ্ছে। বাসস বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বছরে এক লাখের অধিক সংবাদ প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশের সাথে বহিঃবিশ্বের সংযোগের ক্ষেত্রে বাসস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে ১১৪% অর্জন করেছে। আলোচ্য অর্থবছরের চুক্তি অনুযায়ী ১,০৫,০০০টি সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। মে ২০১৮ পর্যন্ত ১১ মাসে ১,১৯,৭৬৮টি সংবাদ পরিবেশন করেছে।

বাসস'র অনলাইন ডেস্ক চালুসহ নতুন একটি ওয়েবসাইট তৈরি

বাসস'র সংবাদ গ্রাহকদের অতিদ্রুত সংবাদ সার্ভিস দেওয়ার জন্য একটি অনলাইন ডেস্ক চালু করাসহ নতুন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। অতি দ্রুততম সময়ে গ্রাহকদের নিকট সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ডেস্ক কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার দৈনন্দিন সংগৃহিত সংবাদ, ছবি ও ফিচার সমৃদ্ধ নতুন এ সাইটটি দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেকোনো নাগরিক ইচ্ছা করলেই দেখতে পারবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের লক্ষ্যে বাসস একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সাংবাদিকদের অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে SDGs বাস্তবায়নের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করছে। বাসস এ পর্যন্ত SDGs বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ৬৩৬টি প্রতিবেদন সংগ্রহ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করায় আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন বাসস'র সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। –বাসস

পহেলা বৈশাখ ১৪২৫ বাসস'র বর্ষবরণ উৎসবে বাসস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শাহরিয়ার শহীদ-এর সাথে অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ। —বাসস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং প্রতিবেদন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং এর আওতায় ঢাকাসহ মোট ৮টি বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ১০০টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিশেষ প্রতিবেদন তৈরির বিষয়ে ফোকাল গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রতিবেদন 'বিএসএস ইনফোটেইনমেন্ট'-এও প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও ৮টি বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসকল প্রতিবেদন নিয়ে একটি বই প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিংয়ের আওতায় রংপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক মায়াবাজার পত্রিকার সাথে বাসস'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। —বাসস

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ছয় মাসে বাসস'র ওয়েবসাইটে ও ঢাকা ব্যতীত সাতটি বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রে মোট ৭০টি রিপোর্ট প্রতিবেদন/ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে বাসসের ওয়েবেসাইটে বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচটি করে মোট ১০টি বিশেষ প্রতিবেদন/ফিচার এবং ঢাকা ব্যতীত সাতটি বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ৬০টিসহ সর্বমোট ৭০টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাসস'র এ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করে গণমাধ্যমকে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হলে জনসচেতনতা আরো বৃদ্ধি পাবে। ■

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা ও মান উন্নয়নের উদ্দেশে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করেন এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এজন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গেজেট প্রকাশের দিনটিকে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস' হিসাবে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং প্রথমবারের মতো ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭ অনাড়ম্বরভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয় এবং পরবর্তী বছর থেকে এই দিনে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সাংবাদিকদের মধ্যে পুরস্কার প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১। বর্তমান সরকারের আমলে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ যুগোপযোগী এবং সংযোজন ও সংশোধন করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রেস কাউন্সিলে দায়েরকৃত জুডিশিয়াল মামলার সংখ্যা ২৬টি এবং পূর্বের মামলাসহ নিষ্পত্তিকৃত জুডিশিয়াল মামলার সংখ্যা ৩১টি। এ অর্থবছরে প্রেস আপিল বোর্ডে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ১০টি, পূর্বের আপীলসহ নিষ্পত্তিকৃত আপীলের সংখ্যা ১৫টি। এ অর্থবছর প্রেস কাউন্সিলের মোট ১৬টি পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যদের সমন্বয়ে মোট ৬টি উপ-কমিটি রয়েছে। প্রেস কাউন্সিলের প্রশাসনিক, আর্থিক ও বিচারিক কার্যক্রমসহ যাবতীয় কাজ এ সকল উপ-কমিটির অধীনে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

৩। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ঢাকা, চাঁদপুর, গাজীপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর, শেরপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দের অংশগ্রহণে 'সাংবাদিকতার নীতিমালা, দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। -পিআইডি

কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের মোট ৯৮৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রেস কাউন্সিলের সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, গাজীপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, হবিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, সিলেট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও পটুয়াখালী জেলার কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দের 'প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি ও প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের মোট ৯৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সনদপত্র বিতরণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং প্রেস কাউন্সিল এর সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। –প্রেস কাউন্সিল

৪। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ভারত ও নেপালের সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে এ দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নানারকম সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

এছাড়া সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সার্কভুক্ত দেশের প্রেস কাউন্সিলসমূহ নিয়ে জোট গঠনের জন্যও বর্তমান সরকারের আমলে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এ জোটে অংশগ্রহণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে অনুমোদন দিয়েছে।

প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে ভারতের ন্যাশনাল প্রেস ডে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পর পর দু'বার প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া প্রেস কাউন্সিল নেপালের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল-এর একটি প্রতিনিধিদল কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্কভুক্ত দেশের প্রেস কাউন্সিলসমূহ নিয়ে জোট গঠনের একটি প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণ করে। এর আগে ভারত, নেপাল ও মিয়ানমার-এর প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। ■

বাংলাদেশ বেতার

'বেতার সবার জন্য, সব সময় সবখানে' এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশ বেতার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বেতার ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬ টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে মোট দৈনিক ৪৪৯.৫০ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ', SDGs, সরকারের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে অনুষ্ঠান, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, দিন বদলের পালা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেতার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিডিয়া। বাংলাদেশ বেতার আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সথে একযোগে কাজ করছে। বহির্বিশ্বের শ্রোতাদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, আরবি ও নেপালি ৬টি ভাষায় বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কারসহ ৪৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে বাংলাদেশ বেতার। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্লভ সব ভাষণ, গান, সাক্ষাৎকার যা শ্রোতাদেরকে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বাঙালি জাতিসত্তার একীভূতকরণে এবং জাতীয় জনমত গঠনে আধুনিক প্রযুক্তিকে ধারণ করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এই প্রচারমাধ্যম তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আস্থার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বেতারের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নরূপ

১। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতার মহামান্য রাষ্ট্রপতি অলংকৃত ১১টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ৫৩টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ১০টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য ১৬টি অনুষ্ঠান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০টি ভিডিও কনফারেন্সসহ মোট ১১০টি অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। এছাড়াও মহামান্য রাষ্ট্রপতি অলংকৃত ০৭টি জাতীয় সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সাথে যৌথ উদ্যোগে ০৫টি শ্রোতা সম্মেলন, ২৪টি ফোন-ইন অনুষ্ঠান ও ১৮টি ইনফোটেইনমেন্টসহ মোট ৪৭টি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।

৩। ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে রাজস্ব বাজেটে গান, স্পট, জিঙ্গেল, কথিকা, প্রামাণ্য নিয়ে সাপ্তাহিক ২০ মিনিট স্থিতির অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মার্চ ২০১৮ ঢাকায় গণভবনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে স্বীকৃতি দানকারী ইউনেস্কোর সনদপত্র বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীলের কাছে হস্তান্তর করেন –পিআইডি

খ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রচার ও বিজ্ঞাপন শাখার অর্থায়ন, নির্দেশনা ও অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮টি বিশেষ উন্নয়নমূলক বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান 'সোনালী স্বপ্নের দেশে' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে ৭টি শ্রোতা সম্মেলন, ২০টি ফোন-ইন প্রোগ্রাম, ২০টি তারকা কথন প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও ১৫টি কমিউনিটি রেডিও বাংলাদেশ বেতারের পরিকল্পনায় 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ক আলোচনা, জিঙ্গেল ও স্পট প্রচার করেছে।

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম আয়োজিত ৮ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে উত্তর কাট্টলী আলহাজ্ব মোস্তফা হাকিম ডিগ্রি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত 'সোনালি স্বপ্নের দেশে' শীর্ষক বেতার বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান। –বাংলাদেশ বেতার

৪। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৭, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৮, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮, ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস, ৭ই মার্চের অনুষ্ঠান এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ ইত্যাদি দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে মাসব্যাপি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও সিডি বাংলাদেশ বেতার বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে সরবরাহ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্ট্রার-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব দালিলিক প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মর্যাদা অর্জন উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ বেতার অংশগ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। এছাড়া এ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ বেতার ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের ইনোভেশন শোকেসিং- ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

৫। বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকুরি পেনশনের আওতাভুক্তকরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫.১২.২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের 'হীরক জয়ন্তী' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকরি পেনশনের আওতায় আনা হবে মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৩.০৩.২০১৭ তারিখে ০৫.০০.০০০০. ১৫৮.১৫.০০৭.১৬-৪৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৯৫টি পদ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আগারগাঁওয়ে জাতীয় বেতার ভবনে 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০১৮' উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি

করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৪ অধিশাখা গত ১৮.১২.২০১৭ তারিখে কতিপয় শর্তে বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৯৫টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১১.০৩.২০১৮ তারিখের ০৭.০০.০০০০.০১৬৫.৪৩.০৪৪.১১.২৪ সংখ্যক পত্রে বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৯৫টি পদের বেতন স্কেল নির্ধারণের সুবিধার্থে একটি নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে অর্থ মন্ত্রনালয়ের অর্থবিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ ১০.০৬.২০১৮ তারিখে ০৭.০০.০০০.১৬৫.১৫.০৪৬.১১.৬৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনকৃত নিজস্ব শিল্পীদের ২৯৫ টি পদের গ্রেড নির্ধারণে শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং উক্ত পত্রে নিজস্ব শিল্পীদের জন্য বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক প্রস্তাবিত বেতন গ্রেডের তুলনায় নিম্নতর বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া বেতন স্কেল নির্ধারণী পত্রে কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়েছে এবং কর্মরত নিজস্ব শিল্পীদের বেতন গ্রেড নির্ধারণের বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর 'মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্ট্রার' এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ। –বাংলাদেশ বেতার

প্রকৌশল বিভাগ এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- 'বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প প্রায় সমাপ্ত
- 'ময়মনসিংহে ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নত প্রযুক্তির ১০ কিলোওয়াট এফ এম বেতার কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহে ও গোপালগঞ্জে ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ এফ.এম বেতার কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে
- 'বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের চত্বরে নির্মিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ভাস্কর্য সম্প্রসারণ' শীর্ষক কর্মসূচির কাজ শেষ পর্যায়ে
- 'জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে
- 'বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে
- 'বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শীঘ্রই শুরু হবে
- রাজস্ব বাজেট হতে বাংলাদেশ বেতারের কক্সবাজার কেন্দ্রের জন্য ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি আধুনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ক্রয় ও সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- বেতারের সকল কেন্দ্র ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সকল কেন্দ্র ও মন্ত্রণালয়ে Video Conferencing System স্থাপন চলমান রয়েছে
- স্যাটেলাইট সম্প্রচার লিংক চালু হয়েছে
- সরকারি ক্রয়ে ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে
- বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্তা শাখার উল্লেখযোগ্য অর্জন

ক) কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা

১। দৈনিক ২৩টি সংবাদ বুলেটিন প্রচার
২। দৈনিক ৫টি ইংরেজি সংবাদ বুলেটিন প্রচার
৩। অর্থনৈতিক, স্থানীয়, ক্রীড়া বুলেটিন প্রচার
৪। দৈনিক বাংলা ও ইরেজি সংবাদ পর্যালোচনা প্রচার
৫। নিয়মিত সংবাদ রিপোর্টিং প্রচার
৬। সংবাদদাতা ও সংবাদ পাঠক/পাঠিকাদের নিয়ে ওয়ার্কসপ
৭। সাপ্তাহিক সার্ক বুলেটিন ও সংবাদ পরিক্রমা প্রচার।

খ) মনিটরিং পরিদপ্তর

১। দৈনিক 'ডি এম আর' (ডেইলি মনিটরিং রিপোর্ট) তৈরি।
২। বেসরকারি রেডিও মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি।
৩। সাপ্তাহিক ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি বুলেটিন কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা থেকে প্রচার।

গ) আঞ্চলিক বার্তা সংস্থাসমূহ

১। দৈনিক ৪১টি সংবাদ বুলেটিন প্রচার।
২। দৈনিক ২টি ইংরেজি সংবাদ বুলেটিন প্রচার।
৩। দৈনিক ১১টি নৃতাত্ত্বিক সংবাদ বুলেটিন প্রচার।
৪। নিয়মিত সংবাদ রিপোর্টিং প্রচার।

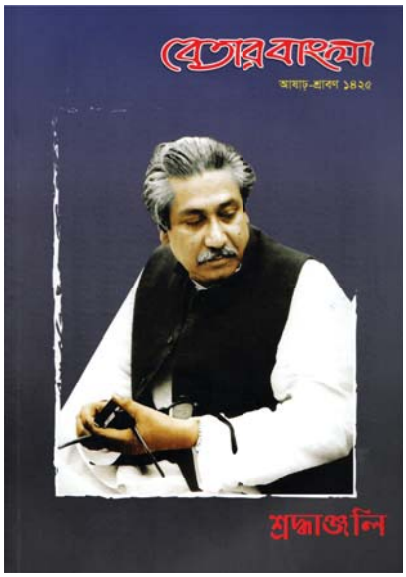

বাংলাদেশ বেতারের নিয়মিত প্রকাশনা 'বেতার বাংলা' -ডিএফপি

লিয়াজোঁ ও শ্রোতা গবেষণা শাখা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে লিয়াজোঁ ও শ্রোতা গবেষণা শাখার প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

মাস	দেশে প্রশিক্ষণ	বিদেশে প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারী
জুন ২০১৭	১ টি	১ টি	১৩ জন
জুলাই ২০১৭	৫ টি	১টি	২৪ জন
আগস্ট ২০১৭	২ টি	১ টি	৪ জন
সেপ্টেম্বর ২০১৭	২ টি	১ টি	৩২ জন
অক্টোবর ২০১৭	২ টি	৩ টি	২৪ জন
নভেম্বর ২০১৭	৩ টি	৪ টি	৩৩ জন
ডিসেম্বর ২০১৭	৩ টি	৩ টি	৪০ জন
জানুয়ারি ২০১৮	৩ টি	১ টি	২১ জন
ফেব্রুয়ারি ২০১৮	৪ টি	২ টি	৩০ জন
মার্চ ২০১৮	২ টি	২ টি	০৯ জন
এপ্রিল ২০১৮	৪ টি	২ টি	১৮ জন
মে ২০১৮	৫ টি	৩ টি	৩৫ জন

শিক্ষা অনুবিভাগের কার্যক্রম

শিক্ষা অনুবিভাগ এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রসমূহ পূর্বের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের 'পড়াশোনা' অনুষ্ঠানের সময়সূচি ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে সহায়তা প্রদান এবং জনসাধারণ ও রাস্তা ব্যবহারকারীদের ট্রাফিক নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ২৬শে মে ২০০৫ তারিখ থেকে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করে। প্রতিদিন সকাল ৭:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা এবং বিকাল ৪:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত দু'টি অধিবেশনে মোট ১০ (দশ) ঘন্টা সংগীত, জনপ্রিয় গান, রেকর্ডেড অনুষ্ঠান, সংবাদ ও সংবাদ শিরোনাম প্রচারের পাশাপাশি ট্রাফিক সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা/ স্পট/ জিঙ্গেল/ রিপোর্টিং প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

সম্প্রতি এই দপ্তর শ্রোতাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে www.facebook.com/trafficfm88.8 নামে একটি পেজ এবং ০১৫৫৬৮৮০০৮৮ নম্বরে এসএমএস সার্ভিস চালু করেছে। এই দুটি সার্ভিসের মাধ্যমে শ্রোতাবৃন্দ সরাসরি স্টুডিওর সাথে যুক্ত হতে পারেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত প্রদান করতে পারেন। শ্রোতাদের প্রাপ্ত মতামত স্টুডিও থেকে সরাসরি প্রচার করা হয়।

গত এক বছরে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমে বাংলাদেশ বেতারের নতুন উদ্ভাবন ট্রাসকাইভ (ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম আর্কাইভ)। এই সিস্টেমের সহায়তায় একজন শ্রোতা ফেসবুক এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে কোনো গানের অনুরোধ জানালে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রচার করা হয়।

সংগীত অনুবিভাগের কার্যক্রম

সংগীত অনুবিভাগ থেকে গত ০১.০৬.২০১৭ থেকে ৩০.০৬.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করে-

কেন্দ্র	বিষয়	সংখ্যা	শ্রেণি নির্ধারণী/তালিকাভুক্তি
ঢাকা	নাট্যকার	০২	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন
	গীতিকার	০৬	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	শিশু শিল্পী	১২২	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	রবীন্দ্র সংগীত	৩৫	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	নজরুল সংগীত	৪৪	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	উচ্চাঙ্গ সংগীত	১৮	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	যন্ত্র সংগীত	৮	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	আধুনিক গানে	৬৪	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	নাট্যশিল্পী	২৪	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	৯জন সংগীত শিল্পী ও ১জন গীতিকার	১০	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন
চট্টগ্রাম	সংগীত শিল্পী	২৬২	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন
	ঘোষক/ঘোষিকা	৩০	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন
খুলনা	অতিথি প্রযোজক	৪	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	সংগীত শিল্পী	২২	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	গীতিকার	০৯	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
রাজশাহী	ঘোষক/ঘোষিকা	২০	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন
	নাট্যশিল্পী	২০	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
রংপুর	গীতিকার	১৫	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
	ঘোষক/ঘোষিকা	০৭	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন
রাঙ্গামাটি	ঘোষক/ঘোষিকা	৫	তালিকাভুক্তির অনুমোদন
অন্যান্য	অডিশন ও গেডেশন	--	কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়াধীন

১. **মহামান্য রাষ্ট্রপতি :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-এর মোট ৫৮টি কার্যক্রম প্রচার করা হয়েছে। ১৫টি কার্যক্রম সরাসরি এবং ৪৩টি কার্যক্রম জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছে।

২. **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৪৪টি কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছে। ৮২টি কার্যক্রম সরাসরি এবং ৬২টি কার্যক্রম জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছে।

৩. **মাননীয় স্পীকার :** মাননীয় স্পীকারের ০৫টি কার্যক্রম সংবাদ প্রবাহ-এ প্রচারিত হয়েছে।

৪. **মাননীয় মন্ত্রীবর্গ :** মাননীয় মন্ত্রীবর্গের ৩৯৬টি কার্যক্রম সংবাদ প্রবাহ-এ প্রচারিত হয়েছে।

৫. **মাননীয় প্রতিমন্ত্রীবর্গ :** মাননীয় প্রতিমন্ত্রীবর্গের ৭৫টি কার্যক্রম সংবাদ প্রবাহ-এ প্রচারিত হয়েছে।

৬. **জাতীয় সংসদ অধিবেশন :** জুলাই ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৫৬ কার্যদিবস দশম জাতীয় সংসদের অধিবেশন কার্যক্রম সংসদ ভবন থেকে সরাসরি প্রচার করা হয়।

৭. **জাতীয় শোক দিবস :** ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

৮. **বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন :** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। এছাড়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণসহ বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

৯. **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস :** ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত হয়।

১০. **১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস :** ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

১১. **২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস:** ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান: 'হৃদয়ে মার্চের চেতনা' প্রচার করা হয়েছে।

১২. **বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ :** বঙ্গবন্ধু স্যাটেলইট-১ উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ১২.০৫.২০১৮ তারিখে বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

১৩. **পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার :** পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কোরবানীর চামড়া ছাড়ানোর কৌশল, নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানী দেওয়া, চামড়া সংরক্ষণের উপায় ও নিয়মাবলি, নৌ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও নিরাপদ যাত্রা বিষয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার স্লোগান, কথিকা ও আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।

১৪. **জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক বিষয়ক**

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করেন সে ভাষণে 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক' সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রদত্ত দিক নির্দেশনামূলক বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে প্রতিদিন প্রচার করা হয়।

২। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক বিষয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

৩। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক বিষয়ে বাংলাদেশের মানবিকতা নিয়ে 'মানবিক বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

১৫. **জলসা :** জুলাই ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ মাস পর্যন্ত দর্শকদের উপস্থিতিতে ২টি বিশেষ অনুষ্ঠান 'জলসা' প্রচারিত হয়েছে।

১৬. **মহান বিজয় দিবস-২০১৭ :** মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে পাঠের অনুষ্ঠান, শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নক্ষেত্রে নারীদের অবদান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান, বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান, বিশেষ নাটক ইত্যাদি বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত হয়।

১৭. **মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস :** মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

১৮. **জেলহত্যা দিবস :** জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

১৯. **পবিত্র রমজান উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান :** পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রতিদিন সাহরির বিশেষ অনুষ্ঠান ভোর রাত ২-৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয়ে ভোর ৩-৫০মিনিট পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছে। সাহরির বিশেষ অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, তরজমা, শানে নযুল, পবিত্র রমজানের তাৎপর্য, গুরুত্ব, মাহাত্ম্য এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা, জিকির, দরুদ ও মোনাজাত প্রচার করা হয়েছে।

২০. **বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী :** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

২১. **জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী :** জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

২২. **বার্ষিকী অনুষ্ঠান কার্যক্রম :** বিভিন্ন বার্ষিকী ও উৎসবাদিতে মোট ৭০টি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

২৩. **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

২৪. **বর্তমান সরকারের সাফল্য :** বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান 'অগ্রযাত্রা' প্রচারিত হয়েছে।

২৫. **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) :** টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বিষয়ক বিশেষ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

২৬. **জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে অনুষ্ঠান :** জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রতিদিন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে মাসব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এ সব প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য, জঙ্গিবাদ বিরোধী অডিও ক্লিপ, কোরআন ও হাদিসের আলোকে জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য এবং বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সচেতনতামূলক স্পট এবং উপস্থাপনা বিভাগ থেকে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিদিন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী স্লোগান প্রচারিত হচ্ছে।

২৭. **ফোন-ইন প্রোগ্রাম কার্যক্রম :** বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক টেলিফোনে শ্রোতাদের সরাসরি অংশগ্রহণে ফোন-ইন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে।

২৮. **বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম :** বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

২৯. **তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান :** প্রতিদিন তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে স্লোগান, স্পট, জিঙ্গেল প্রচারিত হয়েছে।

৩০. **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান কার্যক্রম :** নিখোঁজ সংবাদ প্রচার, নারী ও যুব সমাজের উন্নয়ন, যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা, নারী ও শিশু পাচার রোধ, এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচাররোধ, সোয়াইন ফ্লু, ভোটার নিবন্ধন হালনাগাদকরণ, ডায়রিয়া, কলেরা ও ডেঙ্গুজ্বর রোধে করণীয় ও সতর্কতা, যক্ষা, স্যানিটেশন, জন্ম নিবন্ধন, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়োডিন লবণ, দুর্নীতি দমন, সুন্দরবন রক্ষা করা, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক, বিশুদ্ধ পানি, ডায়রিয়া, বিদ্যুৎ অপচয় রোধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পুনর্বাসন, নারী ও শিশু অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক, শিশু অধিকার, মায়ের স্বাস্থ্য, গর্ভবতীর খাবার, দুর্গতদের সাহায্য, দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনকরণ এবং তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য নাটিকা, জীবন্তিকা এবং অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান, গান, জিঙ্গেল ও স্পট নিয়মিতভাবে প্রচার করা হয়েছে।

৩১. **উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অনুষ্ঠান :** ভিশন-২০২১, টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ, রেলওয়ের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, সড়ক যোগাযোগ আধুনিকায়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা, যুব উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সফলতা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এবং ডাক ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনে বর্তমান সরকারের ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠান 'উন্নয়নে নবদিগন্ত' এবং সরকারের সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা অনুষ্ঠান 'দিন বদলের পালা'য় শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে তুলনামূলক অগ্রগতি, বেকার সমস্যা সমাধানে স্বল্পপুঁজিতে কর্মসংস্থান, নারী ও যুব সমাজের উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে কথিকা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন প্রচার করা হয়েছে।

৩২. **সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অনুষ্ঠান :** চিকুনগুনিয়া ভাইরাস জ্বর প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক, রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধ, মৌসুমী ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণ, ভূমিকম্পে করণীয়, নিখোঁজ সংবাদ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে জনসচেতনতামুলক, দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক, ভিটামিন এ ক্যাপসুল, ক্রিকেট ম্যাচের চলতি ধারাবিবরণী সম্প্রচার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ', 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ড, পরিবেশ ভাবনা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা, জলবায়ু

পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন কৌশল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, ভেষজ উদ্ভিদ কৃষি বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা, কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি, মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্যজীবি, জেলেসহ সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সমাবেশ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত বিবিধ অনুষ্ঠান বহিঃধারণ করে যথাযথভাবে বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছে।

৩৩. **সংবাদ প্রচার :** ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ মাস পর্যন্ত জাতীয় সংবাদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ প্রচারের মোট সংখ্যা: ১৩৯টি এবং ১১,৮০৫ লাইন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ প্রচারের মোট সংখ্যা: ৫,৭৬৪টি এবং ২,৪৭,০৬০ লাইন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত খবরে বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

০১. 'উন্নয়নের পথে' অনুষ্ঠানে সরকারের সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসমূহকে তুলে ধরা হয়।

০২. অনলাইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়।

০৩. দাপ্তরিক কাজে সকল কর্মকর্তার ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

০৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' (ব্রান্ডিং), টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (SDGs) বিষয়ক অনুষ্ঠান 'টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ', মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠান- 'মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার' বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়।

০৫. 'সেলুলয়েডে দেশপ্রেম' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবির গান ও দেশাত্ববোধক গানের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

০৬. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে টেপ-লাইব্রেরিতে টেপসমূহকে সিডি (CD) তে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

০৭. বাংলা ও ইংরেজি সার্ভিস ছাড়াও নেপালি, আরবি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, পর্যটনভিত্তিক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বদের জীবনী নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

০৮. 'ভয়েস অব ইসলাম' অনুষ্ঠানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনুষ্ঠানে এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কার্যক্রম প্রচার করা হয়।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

০১. আগারগাঁওস্থ নতুন দপ্তরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম এর সম্প্রচার অনলাইন স্ট্রিমিং করা এবং এ শাখার সকল পিসিতে নেট ব্যবহারের জন্য ৪টি রিয়েল আইপিসহ নতুন হাইস্পিড (১০এমবিপিএস) ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে।

০২. বাণিজ্যিক কার্যক্রম-এর নতুন অফিস এলাকাকে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন করা হয়েছে।

০৩. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য দাপ্তরিক ব্যবহার্য টেবিল চেয়ার ইত্যাদিসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, টেলিফোন, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আধুনিক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে।

০৪. এ ইউনিটের সকল কম্পিউটার একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ইউনিটের তথ্য এবং ফাইল আদান-প্রদানসহ লেন শেয়ারিং সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে।

০৫. বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সকল জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের আপডেট শ্রোতাদের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ফেসবুক পেজে নিয়মিত আপলোড করা হয় এবং শ্রোতাদের মতামতসূচক বাছাইকৃত কমেন্টসমূহ ও ই-মেইলসমূহ অন-এয়ার-এ শ্রোতাদের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে। বিগত এক বছরে এ কার্যক্রমের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানগুলোতে প্রাপ্ত শ্রোতাদের চিঠি সংখ্যা ৩৮,৮৬৪ টি, স্পন্সর্ড

অনুষ্ঠানের চিঠি সংখ্যা ৬১,২৪৬টি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত মেইলসমূহে প্রাপ্ত ই-মেইল সংখ্যা ২৮,০০৮টি এবং ফেসবুক পেজে নিয়মিত আপলোড করা অনুষ্ঠানের পোস্টসমূহে উক্ত শ্রোতাদের প্রাপ্ত মন্তব্যের সংখ্যা ১,০৮,৮১২টি।

০৬. বিটিআরসি হতে বাংলাদেশ বেতারের অনুকূলে অবাণিজ্যিক শর্টকোড (১৬২০০) বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। যার সেটআপ কার্যক্রম এবং অনলাইন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে সকল জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা কোড তৈরি করার কার্যক্রম পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

০৭. সকল গুরুত্বপূর্ণ ডাটা, অনুষ্ঠান ও গানের অনলাইন স্টোরেজ ও তদস্থিত ডাটা দিয়ে দ্রুত সিডিউলিং এর জন্য একটি সার্ভার পিসি তৈরি করা হয়েছে। কার্যক্রমটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে।

০৮. বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান তথা ৬৩০ কিলোহার্জ ও এফএম ১০৪ মেগাহার্জের অনুষ্ঠান স্ট্রিমিং করা হচ্ছে, যা অনুষ্ঠান শাখার ওয়েবপেজে এবং বেতারের ফেসবুক পেইজে লিংক করা হয়েছে। জুন ১৮ মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বশেষ সপ্তাহে আলোচ্য অনলাইনে স্ট্রিমিং এর ইউনিক লিসেনার্স ছিল ৯৩৭ জন এবং উক্ত স্ট্রিমিং কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সর্বমোট শ্রোতা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৯,০১৮ জন।

০৯. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ মাস পর্যন্ত সর্বমোট আয় (ভ্যাট ও উৎসকরসহ) ৫,০৭,৪৮,৬৮/= (পাঁচ কোটি সাত লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত উননব্বই) টাকা মাত্র। জুলাই ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ মাসের সর্বমোট স্পন্সর্ড বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১৩,১৮৬টি।

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের কার্যক্রম

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	সংখ্যা
০১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ (আর্কাইভিং)	৫৮ টি
০২.	মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ (আর্কাইভিং)	১৯ টি
০৩.	বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান (আর্কাইভিং)	১১ টি
০৪.	বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা (আর্কাইভিং)	৮৫ টি
০৫.	'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ-এর ওপর গান (আর্কাইভিং)	২০ টি
০৬.	'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ-এর ওপর স্পট (আর্কাইভিং)	০৫ টি
০৭.	মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার (আর্কাইভিং)	১২ টি
০৮.	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (আর্কাইভিং)	২৪ টি

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম

০১ বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান (০২টি) : 'আলোকিত বাংলাদেশ' শীর্ষক বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান। স্থান- ধামরাই, ঢাকা এবং মনোহরদী, নরসিংদী।

০২ কৃষক সমাবেশ (১০টি) : 'কৃষকের সবুজ আঙ্গিনা' শীর্ষক কৃষক সমাবেশ-এর স্থান- রোয়াইল, ধামরাই, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, ঘিওর, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ এবং আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

০৩ কুইজ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান (০৩টি) : কুইজ বিজয়ীদের শ্রোতা সম্মেলন ও তাদের মাঝে বাংলাদেশ বেতারের লোগো সংবলিত ক্রেস্ট বিতরণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

০৪ শ্রোতার জানালা (০৯টি) : 'দেশ আমার মাটি আমার' জাতীয় অনুষ্ঠান- এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ই-মেইল ও চিঠির মাধ্যমে প্রাপ্ত শ্রোতাদের ফিডব্যাক।

০৫ সাফল্যের গল্প (৩৬টি) : 'দেশ আমার মাটি আমার' জাতীয় অনুষ্ঠান ও 'সোনালি ফসল' আঞ্চলিক অনুষ্ঠান-এ প্রচারিত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান।

০৬ নাটক/জীবন্তিকা, গান ও গীতিনকশা : প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং–একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবেশ সুরক্ষা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়সহ খাটো জাতের নারিকেল, বজ্রপাত থেকে রক্ষা, সোনালি আঁশ পাট,

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জন উপলক্ষে ২২শে মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম আয়োজিত 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' স্লোগান নিয়ে শোভাযাত্রা। —বাংলাদেশ বেতার

দেশি ফলের গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে নাটিকা, জীবন্তিকা বাণীবদ্ধ করে প্রচারিত হয়।

বিশেষ দিবস- ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ শে মার্চ, ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, নারীর ক্ষমতায়ন, বিশ্ব খাদ্য দিবস, শীতের পিঠা, পরিযায়ী পাখি, থানকুনী পাতা, ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গান ও গীতি নকশা প্রচারিত হয়।

০৭ **আলোচনা অনুষ্ঠান :** বিশেষ দিবসে দিবসভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

[যেমন: ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, পাট দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভিযাত্রা ইত্যাদি।]

০৮ **প্রামাণ্য অনুষ্ঠান :** 'দেশ আমার মাটি আমার' জাতীয় অনুষ্ঠান ও 'সোনালি ফসল' আঞ্চলিক অনুষ্ঠান এবং কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান 'কৃষি সমাচার'-এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষিভিত্তিক বিষয়ের ওপর প্রামাণ্যচিত্র ধারণ করে প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে ভাসমান সবজির চাষ, ভাসমান হাট, ছাদে বাগান তৈরি, শীতল পাটি, জারা লেবু, কাঁকড়া চাষ, চুই ঝাল, নববর্ষ, কৃষক-কৃষানীর ঈদ আয়োজন, কমলার চাষ, চা পাতার চাষ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

বেতার বাংলা প্রকাশনা কার্যক্রম

বেতারে প্রচারিতব্য অনুষ্ঠানসূচির পূর্ণ বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নির্ধারিত সময়ে শ্রোতারা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে পারবেন, এ উদ্দেশেই ১৯৫০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের তাহজিব তমুদ্দুনের ভাবধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢাকা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রিকা 'এলান'। এতে শুধু ঢাকা নয়, পাকিস্তানের করাচী, হায়দারাবাদ, পেশোয়ারসহ অন্যান্য কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচি

প্রকাশিত হতো। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিক নির্দেশনায় বেতার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ বেতারের মুখপত্রটির নতুন নাম 'বেতার বাংলা' অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন থেকে উর্দু শব্দ 'এলান'-কে পেছনে ফেলে স্বাধীন দেশে 'বেতার বাংলা'-র প্রথম বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় পক্ষে।

'বেতার বাংলা' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সরকারের বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ', জঙ্গিবাদ বিরোধী স্লোগান, জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার অভিনব কৌশলে দিকভ্রান্ত না হওয়ার জনসচেতনতামূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, গল্প ছাড়াও সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ উদ্যোগ যেমন-বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ দিনগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের ছবিসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংবাদ ও ছবি ছাপা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেতার প্রকাশনা দপ্তর থেকে 'বেতার বাংলা'র ০৬ টি সংখ্যার মোট ১০,০০০ (দশ হাজার) কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্র. নং	অনুষ্ঠানের ধরণ ও সংখ্যা	অনুষ্ঠানের বিষয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	মন্তব্য
০১	বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান ৮টি	১. একটি বাড়ি একটি খামার ২. আশ্রয়ণ প্রকল্প ৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ ৪. শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি ৫. নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ৬. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ৭. কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ ৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ৯. বিনিয়োগ বিকাশ ১০. পরিবেশ সুরক্ষা	বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, কুমিল্লা ও ঠাকুরগাঁও আঞ্চলিক কেন্দ্র	নির্ধারিত ১৫ টি কমিউনিটি রেডিও'র মধ্যে ১৪টি কমিউনিটি রেডিও নির্ধারিত সময়ে তাদের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে।
০২	শ্রোতা সম্মেলন ৭টি			
০৩	ফোন-ইন অনুষ্ঠান ২০টি			
০৪	তারকা কথন (জনপ্রিয় ব্যক্তিদের স্বল্প স্থিতির অডিও ক্লিপিংস) ২০টি		বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র	
০৫	সাক্ষাৎকার ২৮টি		বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর	
০৬	স্পট ২৮টি			
			১৪টি কমিউনিটি রেডিও (প্রতিটি কমিউনিটি রেডিও ২টি করে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করেছে)	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ বেতারের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭৫,০০,০০০/- (পঁচাত্তর লক্ষ) টাকার মধ্যে মোট ৭৩,৩৪,৯৬৯/- (তেগাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত উনসত্তর) টাকা ব্যয় হয়েছে। ■

Bangladesh
Quarterly

- The periodical Bangladesh Quarterly invites writings in any aspect of Bangladesh.
- It publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with a write-up.
- Soft copy (in word file) along with the hard copy of any write-up would cordially be accepted. The soft copy may also be sent by e-mail other than CD or Pen Drive.
- The writer will be given honorarium.
- We appreciate your suggestions, opinion and comments for the improvement of the next issues.

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120
Half yearly : Tk. 60
Per copy : Tk. 30

Adhoc Publications

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000
Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250
Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200

DFP

Agents, Subscribers may contact

Assistant Director (Sales & distribution)

Department of Films & Publications
112, Circuit House Road, Dhaka-1000
Phone : 88-02-9331005, 88-02-9357490, Fax-88-02-58310020
e-mail: bangladeshquarterly@yahoo.com

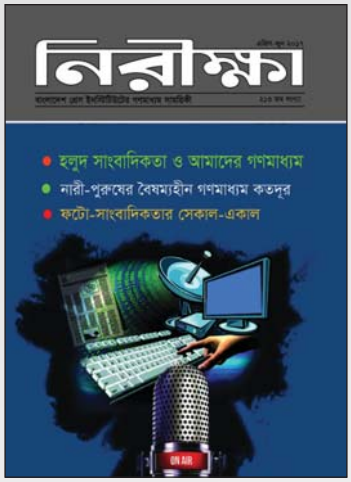

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা

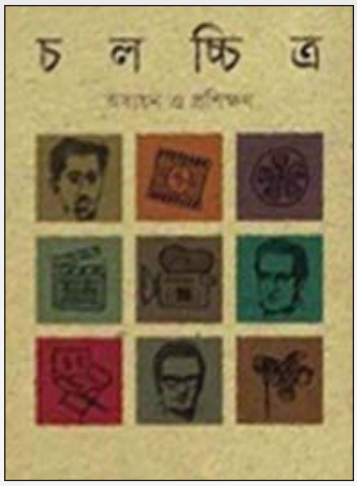

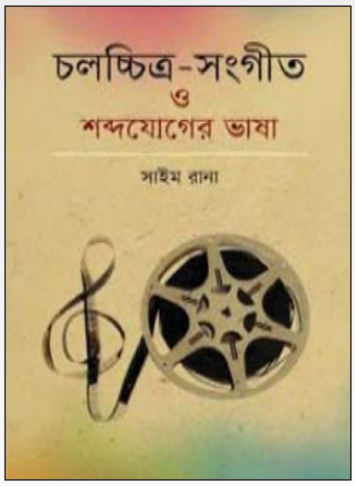

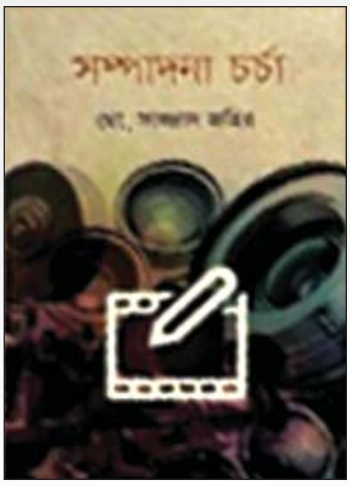

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর প্রকাশনা

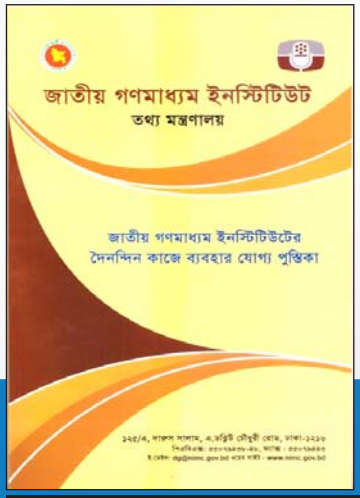

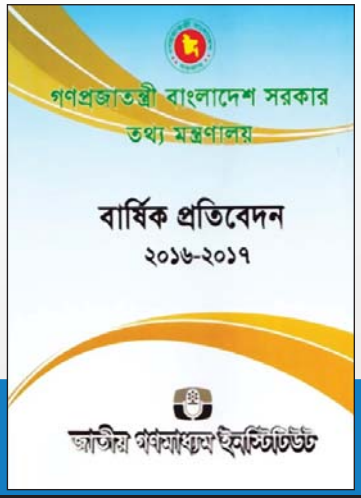

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর প্রকাশনা